মুসলিম উম্মাহ্‌র করুণ অবস্থা, আমাদের করণীয় এবং ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনার জবাবে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম লেখা এক প্রমাণ্য গ্রন্থ

ডা. জাকির নায়েক ও আমরা

- "ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শোনা যাবে, বিধর্মীদের মাঝে তার বক্তব্যের অনেক কার্যকারিতা দেখা গেছে।" - ফতোয়া বিভাগ, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।
- "ডা. জাকির নায়েক থেকে এখনো আমরা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাইনি।" -মারকাযুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা।
- "একেক ফুলের ঘ্রাণ একেক রকম। কোন ফুলকেই ছোট করে দেখা যাবে না।" - আল্লামা সালমান নদভী, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ।
- "কোনো মুসলিমকে অহেতুক 'গোমরাহ-বাতিল-ভ্রান্ত' বলা মারাত্মক গুনাহের কাজ।" -মুহিউদ্দীন খান, মাসিক মদীনা।

মুহাম্মাদ ইসহাক খান

মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান করুণ অবস্থা, আমাদের করণীয় এবং ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনার জবাবে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম লেখা এক প্রমাণ্য গ্রন্থ

ডা. জাকির নায়েক ও আমরা

মুহাম্মাদ ইসহাক খান

লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭৪০১৯২৪১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অর্থ: "হে ঈমানদ্বার গণ! তোমরা কেবলমাত্র ধারণাপ্রসূত ও অনুমান নির্ভর বিষয় হতে বেঁচে থাকো। কেননা, অধিকাংশ ধারণা ও অনুমানই পরিশেষে গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ০৬)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ "

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সা. বলেছেন "মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে কিছু শুনবে আর যাচাই-বাছাই না করেই তা অপরের কাছে বর্ণনা করবে।" (মুসলিম, প্রথম খন্ড হাদীস নং ৮)

সূচীপত্র

হৃদয় ক্ষরিত রক্তাক্ত ভাষা থেকে...

এতোদিন ডা. জাকির নায়েক শুধু আলোচনার বিষয় থাকলেও বর্তমানে তিনি আলোচনার পাশাপাশি অনেকের সমালোচনার পাত্রও বটে। ভারতের সাইয়্যিদ খালিক সাজিদ বোখারী কর্তৃক ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে 'হাকীকতে ডা. জাকির নায়েক' নামক একটি বই লেখার পর আমাদের দেশের কয়েকজন শীর্ষ আলেম এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পত্রিকা ডা. জাকির নায়েকের কঠোর সমালোচনা করে বই ও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। তাই বর্তমানে আমাদের ইসলামী অঙ্গনে আলোচনার ঝড় তোলা এ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। মূল বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান সময়ে এ বিষয়টিতে গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বা আদৌ এর দরকার ছিলো কি না, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে নেয়া অপরিহার্য মনে হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সা. এক হাদীসের মাঝে ইরশাদ করেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُوشِكُ أَنْ تَـدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا . قِيلَ يَا رَسُولَ الله : فَمِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُجْعَـلُ الْـوَهْنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيُنْزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ لِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ المَوْتَ.

অর্থ: হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, "এমন একটি সময় আসবে যখন (অমুসলিম) জাতিসমূহ একে অপরকে প্রতিটি অঞ্চল থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে খাবার ভর্তি পাত্রের দিকে (ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা ঝাপিয়ে পড়ে এবং) একে অপরকে (সেই আহার গ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য) আহ্বান করে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এটা কি এই কারণে হবে যে আমরা তখন সংখ্যায় কম হবো?'

তিনি বললেন- 'না, (তোমরা সংখ্যায় তখন অনেক থাকবে কিন্তু) তোমরা হবে বন্যার পানির উপর ভেসে যাওয়া ময়লার মতো। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে 'ওয়াহন' ঢুকিয়ে দেবেন এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব ও ভয়কে উঠিয়ে নিবেন।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহন' কি?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা

আর (আল্লাহর পথে) মৃত্যুকে ঘৃণা করা।" (আবু দাউদ হাদীস নং - ৪২৯৭, আহমদ- হাদীস নং -২২৪৫ উত্তম সনদে 'কিত্বালের প্রতি ঘৃণা'- এই শব্দ সহকারে, বায়হাকী হাদীস নং -১০৩৭২)

প্রিয়নবী সা. এর উপরোক্ত হাদীসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আজ মুসলিম উম্মাহ্ বিশ্বজুড়ে কি ভীষণ দূরাবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময় অতিক্রম করছে তা সচেতন পাঠক আর বিদগ্ধ জ্ঞানী মহল ভালো করেই জানেন এবং উপলব্ধি করছেন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে প্রতিদিন মুসলিমরা জুলুম আর নির্যাতনের ষ্টিমরোলারে পিষ্ট হচ্ছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, আরাকান, কাশ্মীর, লেবানন, পাকিস্ত ানসহ মুসলিম ভূখন্ড গুলোতে আজ মুসলিমদের লাশের স্তুপ পড়ে আছে। আবূ গারীব আর গুয়ান্তানামোর বন্দি শিবির গুলো লাখো লাখো ফাতেমা আর আব্দুল্লাহদের আর্তনাদে প্রতি মুহূর্ত ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু তাদেরকে এই দূরাবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকেই আজ আর কেউ এগিয়ে আসছে না। আগ্রাসন শুরুর সময় সেখানে মুসলিমদের সারি সারি লাশ, ছিন্ন-ভিন্ন দেহ আর রক্তস্রোত দেখে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা মৌন কিছু প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু দু'দিন পর মিডিয়ায় আর তাদের খবর আসা বন্ধ হয়ে গেলে আমরাও নীরব হয়ে যাই। ইস্যু শেষ মনে করে আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়ি গাফলতীর গভীর ঘুমে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কুফুরী শক্তির আগ্রাসন মিডিয়ার আড়ালে চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। খানিক পর তা বিস্তৃত হয় আরেক ভূখন্ডে। আবার প্রথম কয়েকদিন মুসলিম বিশ্বে খানিকটা বিক্ষোভ এরপর নিরব।

এভাবে চলছে গত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে। মুসলিম উম্মাহ আজ বিশ্বজুড়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং নিষ্পেষিত কিন্তু কেন? তাদের কি সম্পদের অভাব? না, বরং গ্যাস সম্পদের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের ৫৭% এককভাবে তাদের হাতে, তেলের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৭৫% তেল মুসলিম ভূমি থেকে উত্তোলন হয়, দেশ হিসেবে মুসলমানদের ৫৭ টি ভুখন্ড আছে, জনসংখ্যার দিক থেকে দেড়শত কোটিরও বেশি। মুসলিম ভূখন্ডগুলো খনিজ সম্পদের উপর ভাসমান। মুসলিমদের রয়েছে ৬৭ লক্ষেরও অধিক প্রশিক্ষিত এবং নিয়মিত মুসলিম সেনাবাহিনী।

এতো এতো কিছু আছে মুসলিমদের কিন্তু নেই শুধু একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। নেই একজন মুসলিম খলীফা বা আমিরুল মু'মিনীন। যার ফলে আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহ আজ বিশ্বজুড়ে পরিগণিত হচ্ছে 'গণীমতের' মাল হিসেবে। মুসলিমদের তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ

কাফিররা লুটে নিচ্ছে। মুসলিমরা আজ দুনিয়ার প্রতি অধিক ভালোবাসার কারণে ভুলে গেছে জিহাদকে। তাই এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান, নবীন-যুবকেরা আজ আর ভাবে না তার অপর মুসলিম ভাইয়ের কথা, নির্যাতিত বোনকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করার কথা চিন্তাও করে না।

যে জাতির কান্ডারীরা একজন উসমান হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ১৪০০ লোক প্রিয় রাসূলের হাতে হাত রেখে বাইআত নিয়েছিলো, আমরণ জিহাদের দৃপ্ত শপথ করেছিলো, প্রয়োজনে মৃত্যু বরণ করে নিতে চেয়েছিলো; আজ কি হলো সেই জাতির?

যে জাতির একজন সদস্য বোন ফাতেমার আর্তনাদে সাড়া দেয়ার জন্য সূদুর আরব থেকে সিন্ধুনদের অববাহিকায় ছুটে এসেছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম, সে জাতির হাজারো বোন, হাজারো ফাতেমা আর আফিয়া সিদ্দিকী আজ কাফিরদের কারাগারে নিজেদের সম্ভ্রম হারাচ্ছে, প্রতিদিন অসংখ্য বার নির্যাতিত হচ্ছে; জেল থেকে রক্তমাখা পত্র পাঠাচ্ছে উম্মাহর নবীনদের কাছে, মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর উত্তরসূরীদের কাছে, কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার কথা কেউ চিন্তাও করছে না। একজন উসমানের শাহাদাত বরণের সংবাদে যে জাতির ১৪০০ শত সাহাবীর খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো, সে জাতির লক্ষ লক্ষ উসমান আজ নির্মমভাবে নিহত হচ্ছে; মুসলিম শিশুদের সারি সারি রক্তাক্ত লাশের মিছিল যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের গভীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটছে না।

আজ মুসলিমদের ৫৭ টি ভুখন্ড আছে, কিন্তু একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই। অনেক শাসক আছে, কিন্তু একজন খলীফা বা ইমাম নেই। ৬৭ লক্ষ প্রশিক্ষিত এবং নিয়মিত মুসলিম সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু মুসলিমদের নিরাপত্তা নেই। কারণ মুসলিম সেনাবাহিনীকে জালিম কাফিরদের বিরুদ্ধে মার্চ করার নির্দেশ দেয়ার কেউ নেই। তাইতো রাসূল সা. বলেছিলেন,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَقُوْلُ ... وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يَقا
تَلُ مِنْ وراءه وَيُتقى به – بخارى ج١ كتاب الجهاد باب يقاتل من وراءالامام

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আর ইমাম (খলীফা) হলো ঢাল। তার অধীনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে।” (বুখারী- কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়], হাদীস ২৭৫৭, মুসলিম হাদীস ১৮৩৫, নাসাই হাদীস ৪১৯৩)

আজ পীর-মুরিদীর বাইআত আছে, কিন্তু খিলাফতের বাইআত নেই। অনেক ধরণের সংগ্রাম আছে, কিন্তু জিহাদ নেই। মাসজিদে 'মিহ্‌রাব' আছে, কিন্তু তাতে 'মিষ্টির পোটলা' ছাড়া জিহাদের কোন হাতিয়ার নেই। জিহাদের হাতিয়ার বা জিহাদ থাকবে কিভাবে? জিহাদের নির্দেশদানকারী মুসলিম আমীর বা খলীফাই তো নেই। তাই জিহাদকে আজ চিত্রিত করা হচ্ছে সন্ত্রাস হিসেবে। কুরআন-হাদীসের বইকে 'নিষিদ্ধ জিহাদী বই' প্রচার করা হচ্ছে। উপরন্তু মুসলিমদেরকে নিরাপত্তাদানকারী আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইমাম হিসেবে মুসলিমদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণকারী খলীফা না থাকার কারণে মুসলমানদের এই সকল সম্পদ আর সম্ভাবনা 'হরিণের দেহের মূল্যবান মাংসের' মতোই হায়েনাদের কাছে মুখরোচক 'গণীমতের মাল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর এতো সম্পদ, এতো সেনাবাহিনী সঞ্চালক বিহীন থাকার ফলে জমাট বাধা রক্তে পরিণত হয়েছে। যা দেহে প্রাণ সঞ্চালন করতো, তাই আজ মৃত্যুর ক্রিয়া করছে। মুসলমানদের সেনাবাহিনী আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধেই কাফিরদের ইচ্ছে মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। ইরাক, আফগান, পাকিস্তান যার জ্বলন্ত উদাহরণ।

মুসলিম উম্মাহর যুব-তরুণদেরকে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে নিজ বিশ্বাসের উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের সামনে জীবনের চাওয়া পাওয়া আর স্বপ্ন হিসেবে বিপথগামিতাকে মেলে ধরছে। রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট এমনকি মোবাইলের মতো দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য প্রযুক্তিও আজ ব্যবহৃত হচ্ছে মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য। এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী জীবন-দর্শন। রাসূলুল্লাহ সা. এর উত্তরসূরী এবং মুসলিম জাতির রাহবার ও অভিভাবক আলেম সমাজ ও জাতির যুব-তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা প্রায় শূন্যের কোটায়। অভিভাবক আর তার সন্তান একে অপরকে চিনে না। ফলে দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে তারা আলেমদের দিক-নির্দেশনা নিতে পারছে না এবং আলেম সমাজও মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে দূরে থাকার কারণে নিজ সন্তানদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারছে না। তাদেরকে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে।

নবীর উত্তরসূরী উলামায়ে কিরামের কাছে এখনও বিরাট সুযোগ আছে। এদেশেই ৪০ হাজার মাদ্রাসা মকতব দীনের দূর্গ হিসেবে এখনও মাথা উঁচু করে আছে। ৩ লক্ষ মসজিদের মিনার আর মিম্বার আছে। যদি তারা আজ আবারও ঘুরে দাঁড়ায়, নিজের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে শিক্ষা

নিয়ে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উদ্যোগী হয়, আভ্যন্তরীন বিবাদ আর বিভক্তিতে নিজেদের শক্তি বিনষ্ট না করে নতুন শতাব্দীর বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে একে অপরের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এক ঐশী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করে, তবে বিশ্ব প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জাতির রাহবার, রাসূলের সুযোগ্য উত্তরসূরী আলেম সমাজ যদি আজ আবারও একযোগে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দীনের ব্যাপকতর দাওয়া ও তাবলীগের কাজে উদ্যোগী হন, এদেশের ৪০ হাজার মাদ্রাসা মক্তব যদি দীনের দূর্গ ও যোগ্য রাহবার তৈরীর লক্ষ্যে অবিরাম ভূমিকা পালন করা শুরু করে, ৩ লক্ষ মসজিদের মিম্বার গুলো যদি আজ জেগে উঠে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, ইমাম ও খতীবদের হৃদয়স্পর্শী আহ্বান যদি এক যোগে ৩ লক্ষ মিনার থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কোটি কোটি মুসলিম জনতা যদি তাদের আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্যে রাজপথে নেমে আসে, তবে রবের শপথ করে বলতে পারি, ইসলামের পুনর্জাগরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর এই জাগরণের মাধ্যমে শুধু এই বঙ্গভূমিতেই নয়, বরং পুরো এশিয়া এবং পুরো বিশ্বজুড়েই পরিবর্তনের ঢেউ জাগতে পারে।

তবে এজন্য সবার আগে প্রয়োজন হলো নিজের মধ্যে আর বিভক্তি না বাড়িয়ে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করা। নিজেদের চিন্তার জগতকে প্রসারিত ও শানিত করা। ইসলামকে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে জাতির সামনে তুলে ধরা। আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে জাতিকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া যে, তাদের দৈনন্দিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

তবে আমি জানি না যে, এক ব্যথিত হৃদয়ের এ করুণ আকুতি জাতির কর্ণধারদের কাছে পৌঁছবে কি না। এক নগণ্যের হৃদয় ক্ষরিত রক্তাক্ত ভাষা থেকে ঝরা ক'ফোঁটা তিক্ত শব্দ তাদের অন্তরকে ছুঁয়ে যেতে পারবে কি না। **না উল্টো নিজেই আবার গোমরাহ ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত হবো**। তবে সত্যের প্রয়োজনে এই অধমের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের রেশ ধরে দু' একজনের অন্তরও যদি দুলে উঠে, কারো চিন্তার জগতে সামান্য নতুনত্ব আসে কিংবা গতবাঁধা জীবন চলার ক্ষেত্রে ন্যুনতম ছন্দপতন ঘটাতেও যদি আমার এই শ্রম সামান্য উপলক্ষ হিসেবে কাজে লাগে এবং তা অনাগত কোন সুবহে সাদিকের আগমনী বার্তার

অগ্রদূত হিসেবে সামান্যও বিবেচিত হয় -তবে এ রকম শত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ শতভাগ সফল।

এবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখে অহেতুক তর্ক-বিতর্কের এই ময়দানে কোন পক্ষভুক্ত হওয়ার কোন ইচ্ছা আমার আগেও ছিলো না এখনও নেই। কারণ এটি এই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর জন্য উল্লেখযোগ্য তো নয়ই সাধারণ কোন সমস্যাও নয়। ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনা যারা করেছেন তারা সাধারণ কেউ হলে এ বিষয়ে আমি ভুলেও ফিরে তাকাতাম না, কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী এমন কয়েকজন আলেম কলম ধরেছেন, যাদের অনেকের সম্পর্কে আমি নিজেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল ধারণা পোষণ করি।

আমার বিশ্বাস তারা যা লিখেছেন তার অনেকাংশই অন্যের 'কান কথা'র উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। তারা যে এই কাজ শতভাগ ইখলাসের সাথে এবং উম্মাহর কল্যাণের নিয়তেই করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই আমার মতো তাদের অন্যান্য ভক্ত ও গুনগ্রাহীগণও নিশ্চয়ই এবার এক ভুলের উপর ভিত্তি করে আরো শত ভুলের জন্ম দিবেন। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে অচিরেই এ সম্পর্কে আরো অনেক আলোচনা-সমালোচনা হবে। হয়তো আমার এই বই প্রকাশের আগেই জাকির নায়েকের সমালোচনায় আরো অনেকের লেখা প্রকাশিত হবে। তাই এক্ষেত্রে সমালোচনা গুলোর বাস্তবতা কি এবং ডা. জাকির নায়েকের বিষয়ে আমাদের না পড়ে থেকে বরং উম্মাহর ঐক্য এবং দূরাবস্থা নিরসনের উপরোক্ত পয়েন্ট গুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত -মূলত: এই কথাটা বলার জন্যই আমার এই লেখা।

ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনার জবাব বিষয়ে এই লেখার পূর্বে এ বিষয়ে এ পর্যন্ত সমালোচনাকারী সকলের লেখা বই এবং প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগের যথার্থতা অনুসন্ধানের জন্য ডা. জাকির নায়েকের ৫০ হাজার মেগাবাইটেরও অধিক পরিমাণ, ২০০ ঘন্টারও অধিক আলোচনা, অনেক গুলো বই সংগ্রহ করে এবং সরাসরি তার প্রতিষ্ঠানেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করার পূর্বে কষ্ট করে পুরো লেখাটি একবার পড়ে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল। এরপরও যদি ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে যদি কারো দ্বিমতও থাকে, থাকুক। এটাকে তার অবস্থায় রেখে আসুন আমরা এই উম্মাহ্র জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় তাদের ঐক্য ও আদর্শিক

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তার দীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

প্রথম সংস্করণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া:

আলহামদুলিল্লাহ, বইটির প্রথম সংস্করণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ বের হচ্ছে। প্রথম সংস্করণ দেখে পক্ষে বিপক্ষে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারেও অনেকেই অনেক মন্তব্য করেছেন। বইটি লিখার সময় আমার সেই ধারণা যে, -এর কারণে **'না উল্টো নিজেই আবার গোমরাহ্‌ ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত হবো।** বাস্তবেও অনেক ক্ষেত্রে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকে আমার এই বইয়ের কথা শুনে কিংবা মাঝখান থেকে খানিকটা পড়ে আমাকে গোমরাহ-পথভ্রষ্ঠ বলতেও দ্বিধা করেন নি। তবে আলহামদুলিল্লাহ্! যারা আমার নিন্দা করেও বইটি অন্তত: পুরোটা পড়েছেন তারা শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছেন এবং পূর্বের না বুঝে মন্তব্য করার কারণে ক্ষমা চেয়েছেন।

আসলে আমি যে এই বইটি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই লিখেছি, দুনিয়ার কাউকে খুশী করা বা অসন্তুষ্ট করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিলো না, সেটি আমি অপরকে কিভাবে বুঝাবো? কি করে প্রিয় দ্বীনি ভাইদেরকে আমি নিজের অন্তর চিঁড়ে দেখাবো?

আমি যখন দেখলাম যে, মাসিক আদর্শ নারীর মতো ৫০/৬০ হাজার সার্কুলেশনের পত্রিকা ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিচ্ছে, মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব ও মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেবের কলম থেকে ধারণা প্রসূত বক্তব্য বের হচ্ছে এবং এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষ একজন মুসলিম সম্পর্কে ভুল ধারণায় আক্রান্ত হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো এই সময়ে সত্য তুলে ধরা এবং একজন মজলুম মুসলমানের বাস্তব স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরা ফরজে কিফায়া। কিন্তু কেউ যদি এটি না করে তাহলে এর জন্য সকলেই ফরজে আইন তরক করার মতো সমান গুনাহে গুনাহগার হবেন। তাই আমি সকলের পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায়ের উদ্দেশ্যে কলম ধরি। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এর ফলে হয়তো আমার অস্তিত্বের উপর দিয়েই নতুন কোন ঝড় বয়ে যাবে, প্রিয় সুহৃদদের দ্বারাই হয়তো আমি আক্রান্ত হবো; কিন্তু তারপরও তো সত্য প্রকাশ পাবে, আমাকে গালি দিলেও, মন্দ বললেও এক সময় যখন তারা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবেন, তখন অবশ্যই তারা বাস্তবতা অনুভব করবেন -এজন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আসুন আমরা আমাদের আকাবীর ও উলামায়ে কিরামদের প্রতিও বিনীত নিবেদন জানাই, তারা যেন আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের বাইরের কোন অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত না করেন। আর যদি কোন বড় আলেমের কোন কথা কুরআন-হাদীসের বাইরে যায়, তাহলে অবশ্যই আমরা সেই কথার উপর আমল না করে তাকে আন্তরিকতার সাথে শোধরানোর চেষ্টা করি। তবে আবার একজন বিজ্ঞ আলেমের একটি ভুল কথার কারণে সেই আলেমকেও অশ্রদ্ধা কিংবা বাতিল বলে মন্তব্য করা যাবে না। সবার উপরে কুরআন ও হাদীস। তারপর উলামায়ে কিরাম। কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল আলেমদের সকল কথা আমরা নির্দিধায় মেনে নিবো এবং তাদেরকে অতি প্রশংসা করে কিংবা ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হতে সুচিন্তিতভাবে বিরত থাকবো। **ডা. জাকির নায়েকের থেকেও যদি ইখতেলাফপূর্ণ মাসআলা ছাড়া আকীদাগত ব্যাপারে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে তখন তার সেই কথাও বর্জন করতে হবে এবং সে ব্যাপারে বোঝাতে হবে ও সতর্ক করতে হবে।**

আলহামদুলিল্লাহ, গত ৩ জুন আমার এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর এখন এ ব্যাপারে সমালোচনাগুলো আগের তুলনায় অনেকটা গোছানো পর্যায়ে চলে এসেছে। অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। অনেকে এখন জাকির নায়েকের বিপক্ষে ঢালাও বিরোধীতা না করে কেবলমাত্র তার সাথে ইখতেলাফী মাসআলায় দ্বিমত পোষণের মধ্যে এসে তাদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ করেছেন।

এ ব্যাপারে নদওয়াতুল উলামার আল্লামা সালমান নদভী (দা.) ডা. জাকির নায়েকের দাওয়াতী কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন, সাথে সাথে এ-ও বলে দেন যে, আপনি দাওয়াতী কাজ করে যান আর ফতওয়ার কাজ আলেম-উলামাদের উপর ছেড়ে দিন। এটা আপনার কাজ নয়। এমন বক্তব্যকে ডা. জাকির নায়েকও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন এবং আগামীতে ফতওয়া দিবেন না বলে স্বীকারও করেন।

আল্লামা নদভী সাহেব ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে আরো বলেন, "একেক ফুলের ঘ্রাণ একেক রকমের। কাজেই কোন ফুলকেই ছোট করে দেখা যাবে না, হেয় চোখে দেখা যাবে না।"

একইভাবে ঐতিহাসিক জামিয়া রাহমানিয়া আরাবায়িা, সাত মসজিদ মুহাম্মাদপুর মাদ্রাসা থেকেও এ ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। জনাব আহসান উদ্দীন আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তির **'ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনা যাবে কিনা?'** প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে,

উত্তর: "ডা. জাকির নায়েক একজন সাধারণ গবেষক ও ইসলাম প্রচারক। তিনি নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেম নন। বিধর্মীদের মাঝে তার বক্তব্য অত্যন্ত কার্যকরী দেখা গিয়েছে। তবে মাসাআলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের মত ও পথ থেকে কিছুটা ভিন্নতা তার মধ্যে পাওয়া যায়। তাই তার বক্তব্য শুনতে কোন সমস্যা নেই, তবে তার থেকে মাসআলা মাসায়েল জানতে চাওয়া ও তার দেওয়া মাসআলার উপর কোন হক্কানী আলেমের সমর্থন ছাড়া আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।" (সূত্র http://rahmaniadhaka.com/?p=601)

এরপর দৈনিক নয়া দিগন্ত, আমাদের সময় সহ আরো অনেক পত্রিকায় দেশের বিশিষ্ট্য অনেক ব্যক্তির অনুরূপ বক্তব্য ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমাদের অভিমতও অনুরূপ। আমরা মনে করি জাকির নায়েক এবং উলামায়ে কিরাম উভয়েরই আরেকটু সহনশীল ও উদারতার পরিচয় দেয়া উচিত। জাকির নায়েকেরও উচিত ইখতেলাফী মাসআলা এড়িয়ে যাওয়া আর কওমী আলেমদেরও উচিত ইখতেলাফী মাসআলায় দলীলের আলোকে কারো মত ভিন্ন হলেই তার কঠোর বিরোধীতা না করে উদারভাবে তা গ্রহণ করা। কারণ ইসলামের আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী খুব সোজা নয়। এ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা আর যাচাই বাছায়ের পরই এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে পারেন। না হলে অন্য ব্যাপারে তার পান্ডিত্য থাকলেও এব্যাপারে তার বক্তব্য ভুল হওয়া কিংবা অধিক উত্তমের পরিবর্তে কম উত্তম বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমাদের কওমী মাদ্রাসাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির সাথে অন্যান্যদের মতো অতোটা মিল রেখে চলতে না পারলেও দীনের মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে এবং আহকামসমূহের ব্যাপারে তাদের নলেজ ও জ্ঞান নি:সন্দেহে অন্য যে কারো চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক প্রখর এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আরবী ভাষা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরবের আলেমগণ ভারত-উপমহাদেশের আলেমদের চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ এবং শিরক থেকে বাঁচা ও আকীদাগত ব্যাপারে আরবের আলেমগণ বেশি এহতিয়াত করে থাকেন।

যারা ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হন, তারা সবাই ডাক্তার হিসেবে এক হলেও বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে একেকজন একেক বিষয়ে এক্সপার্ট হন। কেউ নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ। আবার কেউ হৃদরোগ, ব্রেণ ইত্যাদি। তাই যে যেই

ব্যাপারে অভিজ্ঞ সেই ব্যাপারের গুরুতর অপারেশন কিন্তু তিনিই করে থাকেন। আশা করি বিষয়টা অনুধাবন করতে পারবেন।

শত-সহস্র ফিতনা-ফাসাদে জর্জরিত বর্তমান সময়ে যদি কেউ সত্যের উপর থাকেন, সত্য কথা বলেন তাহলে তাঁর বিরোধীতা হবেই। আর যদি কেউ 'সঠিক সময়ে সঠিক সত্য' সাহসের সাথে উচ্চারণ করেন, তাহলে তার জন্য ফুল বিছিয়ে দেয়া লোকের পরিবর্তে বিরোধীতাকারীদের সংখ্যাই যে বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। ডা. জাকির নায়েক খৃষ্টানদের ধর্মীয় গোমর ফাঁস করে দিয়ে খৃষ্টান ধর্মব্যবসায়ীদের চক্ষুশূল হয়েছেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ দিয়ে তাদেরই ধর্মকে ভুল প্রমাণিত করে উগ্র হিন্দুদেরও আক্রোশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। আমেরিকা ও বৃটেনের সন্ত্রাস সম্পর্কে বিশ্বের মিডিয়াতে সঠিক তথ্য তুলে ধরা এবং জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য না দেয়ার কারণে বৃটেনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাকে। মুসলিম সমাজে ইসলামের লেবাসধারী ভন্ড পীর, ফকির, মাজার পুজারী, কবর পুজারী, শিরক ও বিদআতে নিমজ্জিতদেরকে বিশুদ্ধ সুন্নাতের দিকে আহ্বান করে তাদের কাছেও তিনি 'স্বার্থের ক্ষতিকারী শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কিছু অতি আবেগী আর উৎসাহী ভাইয়েরাও তার মাঝে নিজ মতের পূর্ণতা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কওমী এবং দেওবন্দী কিছু উলামায়ে কিরামও ইখতেলাফী মাসআলায় শতভাগ 'আহনাফের' অনুরূপ মত না দেয়ায় তারাও বিরোধীতা করেছেন।

সর্বশেষ একটি কথা, যারা না জেনে বা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইখলাসের সাথে ডা. জাকির নায়েকের সমালোচনা করে গুনাহগার হয়েছেন, এখন আমরাও যদি ধারণার উপর নির্ভর করে এবং বাস্তব প্রমাণ ছাড়া সেই সকল আলেমদের কঠোর বিরোধীতায় অবতীর্ণ হই তাহলে আমাদের আর তাদের মাঝে ব্যবধান রইলো কই?

একইভাবে ডা. জাকির নায়েকের আলোচনা-সমালোচনার এই ইস্যুকে নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবহার করাও কারো জন্য বৈধ নয় বরং সম্পূর্ণ হারাম। যা নতুন আরেক ভ্রাতৃঘাতি সঙ্ঘাত সৃষ্টি ছাড়া ভালো কিছুই দিতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আরো উদারতা ও সহনশীলতা দান করুন, আমীন।

বিনীত: **-মুহাম্মাদ ইসহাক খান,**

০৫/০৭/২০১১।

Email: ishak.khan40@gmail.com

যারা এই বইটির কথা শুনে বা একাংশ পড়েই মন্তব্য করেছেন তাদের কেউ কেউ আমাকে **'গোমরাহ্'** এবং **'বাতিল'** বলেছেন। আর যখন পুরোটা পড়েছেন, তখন অনুতপ্ত হয়েছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন।

কে এই জাকির নায়েক?

৯/১১ এর ঘটনার পর যখন বিশ্ব জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে, মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী বলে চতুর্দিকে প্রচার করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল এয়ারপোর্টে যাত্রীদেরকে বিশেষত: মুসলিমদেরকে সীমাহীন হয়রানি করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি এক সময়ে ২০০৩ সালের ১২ অক্টোবর দাঁড়ি-টুপি আর মুসলিম অবয়বের এক ব্যক্তি আসলেন আমেরিকার লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে। এমনিতেই মুসলিম তার উপরে আবার দাঁড়ি-টুপি। আর যায় কোথায়। পুরো এয়ারপোর্টে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো। তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ ঘরে নিয়ে আসা হলো। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ।

অফিসার : আপনি এখানে কেন এসেছেন?

আগন্তুক : একটি পুরস্কার নিতে এসেছি।

অফিসার : পুরস্কার? কিসের জন্য কি পুরস্কার?

আগন্তুক : মানবতার জন্য পুরস্কার। লস এঞ্জেলস এর একটি প্রতিষ্ঠান আমাকে মানবতার জন্য একটি পুরস্কার দিবে, তাই নিতে এসেছি।

অফিসার : কেন আপনাকে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে? আপনি কি করেছেন?

আগন্তুক : আমি সত্যকে ভালোবাসি এবং তাকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। আপনাদের যিশু নিজেও গসপেল অব জন, ৮ম অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে বলেছেন, "তোমরা সত্যকে খুঁজে বেড়াও এবং তাকে ছড়িয়ে দাও। সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে।" -আমিও এভাবে সত্যকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। আমি একজন দায়ী। দীনুল হককে ছড়িয়ে দেয়াই আমার কাজ।

এরপর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আরো বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। তার ব্যাগ নিয়ে খোলা হলো। ব্যাগে একটি ভিডিও ক্যাসেটও পাওয়া গেলো যাতে লেখা ছিলো "জিহাদ এন্ড টেরোরিজম।" এটা দেখে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের ধরণও পাল্টে গেলো।

অফিসার : আপনি কি জিহাদে বিশ্বাস করেন?

আগন্তুক: হ্যাঁ। অবশ্যই। এমনকি যিশু নিজেও জিহাদের কথা বলেছেন। সত্যের জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করতে বলেছেন। আমিও তাতে বিশ্বাস করি।

অফিসার : না না, জিহাদ বলতে আপনি কি যুদ্ধ করায় বিশ্বাস করেন?

আগন্তুক : হ্যাঁ, একথা তো বাইবেলেই উল্লেখ আছে। বুক অফ এক্সোডাস এর ২২ অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আপনাকে যুদ্ধ করতে

হবে।" বুক অফ এক্সোডাস এর ৩২ অধ্যায়ের ২৭-২৮ অনুচ্ছেদে, বুক অব নাম্বারস এর ৩১ অধ্যায়ের ১-১৯ অধ্যায়েও বলা হয়েছে, "যুদ্ধ করতে হবে।" হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ভগবত গীতার ২ নং অধ্যায়ের ৩১-৩৩ অনুচ্ছেদে কৃষ্ণ বলেছেন, "ধর্মের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করা, সেটা তোমার দায়িত্ব। যদি যুদ্ধ না করো তাহলে পাপ হবে। যদি যুদ্ধ করো তাহলে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে।" আপনাদের যিশু নিজে গসপেল অব লুক, ২২ অধ্যায়ের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলেছেন, "তরবারী নিয়ে তোমরা যুদ্ধ করো।"

তখন সেখানকার একজন খৃষ্টান **অফিসার বললো :** সেটি তো আত্মরক্ষার জন্য।

আগন্তুক বললেন : হ্যাঁ, আমিও তাই বলি, আত্মরক্ষার জন্য।

এভাবে আলোচনার ফলে সেই কাস্টমস অফিসাররা আরো কৌতুহলী হয় এবং তাকে আরো প্রশ্ন করে। তিনি তার মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা সবটারই সুন্দর উত্তর দিয়ে দেন। তখন তাকে যেতে অনুমতি দেয়া হয়। দেখা গেল, তিনি যখন রুম ত্যাগ করছিলেন তখন তার সাথে এয়ারপোর্টের প্রায় ৭০ জন অফিসার তাকে ঘিরে তাদের নিজ ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে তারা খুবই বিস্মিত হয়েছে এবং তারা তার মতো এরকম জ্ঞানী লোক কখনো দেখেনি। -এভাবে সত্যকে অস্বীকার না করে সুন্দর ভাষায় উত্তম জবাবের দ্বারা এয়ারপোর্ট থেকে যেই ব্যক্তিটি বেরিয়ে আসলেন তিনিই হলেন ডা. জাকির নায়েক।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

অর্থ: "আর তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে আহ্বান করতে থাকো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।" (সুরা নাহল: ১২৫)

ডা. জাকির নায়েক ও তার কার্যক্রম:

ডা. জাকির নায়েক ১৮ অক্টোবর ১৯৬৫ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুম্বাইয়ের সেন্ট পিটার'স হাই স্কুল (আই.সি.এস.ই) থেকে মাধ্যমিক এবং চেল্লারাম কলেজ, মুম্বাই থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর টপিওয়ালা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, নায়ের হসপিটাল, মুম্বাই থেকে পড়াশুনার পর মুম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডা. জাকির নায়েক বর্তমানে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আইআরএফ) এর প্রেসিডেন্ট। তিনিই এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বর্তমানে আইআরএফ এডুকেশনাল ট্রাষ্ট, মুম্বাইয়ের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ডাইমেনশন মুম্বাইয়ের প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও তিনি ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামক আইআরএফ নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা যেটি পিস টিভি পরিচালনা করে থাকে।

ডা. জাকির নায়েক চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর পড়াশোনা করে একজন সফল ডাক্তার হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও তার আগ্রহের বিষয় ছিলো ইসলাম। বিশ্বখ্যাত সুবক্তা ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক শেখ আহমাদ দীদাতের প্রাঞ্জল ভাষার অনলবর্ষী বক্তব্য এবং ইসলাম বিষয়ে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ডা. জাকির নায়েককে আরো উদ্বুদ্ধ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত শেখ আহমদ দীদাত ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামের উপর তার পড়াশুনা ছিল ব্যাপক। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ইসলাম বিদ্বেষীদের ছড়ানো সমালোচনা ও কটুক্তি খন্ডন করতেন ও অকাট্য জবাব দিতেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সুন্দর উদ্ধৃতির মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতেন সন্দেহাতীতভাবে। দীনের অক্লান্ত দায়ী শেখ আহমাদ দীদাতের জীবন ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে ডা. জাকির নায়েকও এগিয়ে আসেন দীন প্রচারে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের অবস্থান ও সত্য দীনকে তুলে ধরতে ডা. জাকির নায়েক আত্মনিয়োগ করেছেন। একজন ডাক্তারের পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করেন দীনের একজন দায়ী হিসেবে।

ডা. জাকির নায়েকের গভীর অধ্যয়ন আর পান্ডিত্যপূর্ণ তেজোদ্দীপ্ত ও সুন্দর উপস্থাপনায় ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অমুসলিম বিশ্ব এবং ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন মুসলিম সমাজ আকৃষ্ট হয় আবারও দীনের প্রতি। এভাবে দীনের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে ডা. জাকির নায়েকও ধীরে ধীরে নিজ আধ্যাত্মিক গুরু আহমাদ দীদাতকে এক সময় ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন। ডা. জাকির নায়েকের এতো অগ্রগতি দেখে স্বয়ং শেখ আহমদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে 'দীদাত প্লাস' হিসেব উল্লেখ করেন। জাকির নায়েকের দাওয়ার উপর যে বুৎপত্তি অর্জিত হয়েছে এবং ধর্মসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর তার যে পড়াশুনা তাতে জনাব দিদাত ২০০০ সালের মে মাসে ডা. জাকির নায়েককে দেয়া এক স্মারক উপহারের খোদাই করে লিখেছিলেন, "Son what you have done in 4 years had taken me 40 years to accomplish – Alhamdullilah."

৪৬ বছর বয়সের ডা. জাকির নায়েক ইতোমধ্যেই কুরআন হাদীস এবং বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর প্রায় ১০০০ এরও বেশি বক্তব্য দিয়েছেন। গত ১০ বছরে ডা. জাকির নায়েক কানাডা, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, মিশর, ইতালি, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যাণ্ড, গায়ানা, (দক্ষিণ আমেরিকা), ত্রিনিদাদ, ভারতসহ বিশ্বের প্রায় ১৫০ টি দেশে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও ভুল ধারণার অপনোদন কল্পে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের দ্বারা অত্যন্ত তীক্ষ্ম ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন।

ডা. জাকির নায়েক অন্যান্য ধর্মের পন্ডিত ব্যক্তির সাথে সংলাপ ও বিতর্কে অংশ নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়েছিলো আমেরিকার শিকাগোতে ২০০০ সালের ১ এপ্রিল। 'দি বাইবেল এন্ড দি কোরআন ইন দি লাইট অব সায়েন্স' শীর্ষক এই বিতর্কে ডা. জাকিরের প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকার একজন চিকিৎসক ও মিশনারি ব্যক্তিত্ব ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। এই অনুষ্ঠানে ডা. জাকির অত্যন্ত সফলভাবে উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

ডা. জাকির নায়েকের আরেকটি ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছিলো ভারতের ব্যাঙ্গালোরে। 'প্রধান ধর্ম গ্রন্থের আলোকে হিন্দুইজম এবং ইসলাম' শীর্ষক এই বিতর্কে তার প্রতিপক্ষ ছিলেন ভারতের আর্ট অব লিভিং ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রবী শংকর। এই বিতর্ক অনুষ্ঠানেও ডা. জাকির নায়েক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাকে পরাস্ত করেন। তার এসব বক্তৃতার অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে ইসলামপ্রিয় মানুষের কাছে তিনি প্রতিনিয়ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশেও সম্প্রতি তিনি পরিচিতি পেয়েছেন। তাকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যালেন 'পিস' টিভিতে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায়।

এছাড়াও ডা. জাকির নায়েক ইসলামের উপর এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর বেশ কয়েকটি বই লেখেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে,

1. Non-Muslim Common Questions About Islam,
2. The Concept of God in Major Religions,
3. The Qur'an & Modern Science Compatible or incompatible
4. Islam and Terrorism
5. Existence of God
6. Transcript of Vegetarianism in Religion
7. Most Common Questions
8. Women's right in Islam

সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় আলোচনাকারী প্রখ্যাত এই মনিষী নিজেকে সব সময় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নকারী একজন ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। সত্যের সাহসী উচ্চারণে তিনি বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কেও স্বরব। তিনি বলেছেন, "সন্ত্রাস অর্থ যদি এমন হয় যে, যাকে দেখলে অপরাধীরা ভয় পায়, যেমন পুলিশকে দেখলে চোর-ডাকাত ভয় পায়। তাহলে প্রতিটি মুসলমানেরই এমন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। আর সন্ত্রাসী অর্থ যদি হয় অন্যায়ভাবে নিরীহ লোকদের উপর আক্রমণ করা তাহলে এটা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة/٣٢)

অর্থ:-"যে ব্যক্তি হত্যা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া নিরপরাধ কাউকে হত্যা করল, সে যেন প্রকারান্তরে সব মানুষকেই হত্যা করল।" (সুরা মায়িদা: আয়াত ৩২)

তার এমন সাহসী উচ্চারণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি যেতে পারেন নি। বৃটিশ সরকার তার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এছাড়াও মাযহাব ও মাসআলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্যের কারণে তিনি ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। তবে সমালোচকরাও ভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে ডা. জাকির নায়েকের যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিতর্কের প্রশংসা করেছেন এবং মাযহাব ও ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলার বিষয় বাদ দিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনায় অধিক মনোযোগ দেয়াই তার জন্য শ্রেয় বলে মন্তব্য করেছেন।

মহান আল্লাহর দরবারে দীনের এই দায়ীর হায়াতে তাইয়িবা কামনা করছি। সাথে সাথে সকল প্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে ইসলামের খেদমত করুন -এই প্রত্যাশা করছি।

عن عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه يناخر اوينافع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان يقول ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نفخ او فاخر عن رسول الله

হযরত আয়শা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রিয়নবী সা. হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রা. এর জন্য মসজিদে মিম্বার বানিয়েছিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাদের রচিত কবিতার উত্তর প্রদান করতেন। রাসূল সা. হযরত হাস্‌সানের এই তৎপরতা দেখে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে দিয়ে তার সাহায্য করছেন, যতক্ষণ সে তার এই গৌরবজনক কাজে নিয়োজিত আছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অভিযোগ সমূহের গতি-প্রকৃতি

মিডিয়ার কল্যাণে দ্রুত থেকে দ্রুততার সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া নামটি হলো ডা. জাকির নায়েক। বর্তমানে আমাদের দেশেও ডা. জাকির নায়েকের সমর্থক, শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

আমাদের দেশের ইসলামী অঙ্গনে এতোদিন ডা. জাকির নায়েক কেবল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান করলেও বর্তমানে তিনি আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হয়েছেন। ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে আমাদের দেশের কয়েকজন উলামায়ে কিরাম ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কড়া ভাষায় সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচারণ করার পর বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে লেখা-লেখি শুরু হয়েছে।

ভারতের সাইয়্যিদ খালিক সাজিদ বোখারী কর্তৃক ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে 'হাকীকতে ডা. জাকির নায়েক' নামক একটি বই লেখার পর তার সূত্র ধরে আমাদের দেশে এব্যাপারে প্রথম কলম ধরেন, শ্রদ্ধেয় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা. বা.। তিনি সিলেট থেকে প্রকাশিত 'কালকণ্ঠ' নামক আঞ্চলিক একটি ম্যাগাজিনে পর পর দু'বার 'ডা. জাকির নায়েক আলেম বলে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি' এবং 'জাকির নায়েক সম্পর্কে আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই' শিরোনামে সাক্ষাতকার দেন। এরপর তার এই সাক্ষাতকারটির বক্তব্য লিফলেট আকারে দেশের বিভিন্ন মসজিদে ছাড়া হয়। আরো কিছু সংযোজনী দিয়ে এটিকে একটি ছোট বই আকারে 'ডা. জাকির নায়েকের আসল চেহারা' নামে প্রথম এডিশনেই ১২ হাজার কপি ব্যাপকভাবে বাজারে ছাড়া হয়।

এরপর এ বিষয়ে গত মে মাসে ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে ভারতের বেশ কিছু শীর্ষ উলামায়ে কিরামের কিছু মন্তব্য ও অভিব্যক্তি একত্র করে মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী দা. বা. "ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ" নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

আমাদের দেশের ইসলামী অঙ্গনে বহুল প্রচলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ম্যাগাজিন 'মাসিক আদর্শ নারী' মত্রিকায়ও গত মে মাসে "ডা. জাকির

নায়েকের দ্বীনী কথাবার্তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?” শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত বই ও প্রতিবেদন গুলোতে বেশ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করে ডা. জাকির নায়েকের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলো অধিকাংশ পয়েন্টের ক্ষেত্রেই কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। আর অনেক স্থানেই ডা: জাকির নায়েকের মূল বক্তব্যকে বিকৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওলান নূরুল ইসলাম ওলীপুরীকে প্রায় ১০ বার ফোন করার পর তিনি কল রিসিভ করেন। এপাশ থেকে সাংবাদিক শুনে অনেকটা ক্ষেপে গিয়ে বলেন, আপনি সাংবাদিক না ওসি আমি বুঝব কি করে। আমি আপনাকে চিনিনা তাই কথা বলতে চাই না। এ পাশ থেকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা হয়, স্যার আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই, প্লিজ এক মিনিট সময় দিন। এ কথা শুনে তিনি বলেন আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলার সময় আমার নেই। এই বলেই ওপাশ থেকে লাইন কেটে দেন।

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী’র কাছে ‘রাসূল সা. এর একাধিক বিবাহ ছিলো রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে’ কথাটি কোথায় আছে, কিভাবে পেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা ভারতের ওলামায়ে কেরাম এভাবে লিখেছেন। আমার বইটি আংশিক অনুবাদ। আমি ওলামায়ে দেওবন্দের অনুসরণ করেই বইটি লিখেছি। কিন্তু নিজে যাচাই না করে এভাবে লিখা কি ঠিক হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই যাচাই বাচাই করেছি। কিন্তু তার বইতে দেয়া অনেক বক্তব্যেরই কোন সূত্র তিনি দেন নি।

মাসিক আদর্শ নারী পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রদত্ত জাকির নায়েক সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সূত্র জানতে চাইলে তারা পরে জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু পরের মাস জুনের পত্রিকাতেও জবাব পাওয়া যায় নি। উল্টো জাকির নায়েক সম্পর্কে নতুন নতুন পরস্পর সাংঘর্ষিক কথা বলা হয়েছে।

এই সকল পত্রিকা, বই ও তার লেখক-প্রতিষ্ঠান সমূহ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীত হলেও তাদের বক্তব্যের বেশ কিছু অসঙ্গতি, দূর্বল ও অসত্য তথ্যের উপস্থিতি আমাদেরকে ব্যথিত করেছে। ডা. জাকির নায়েকের প্রতি অতিরিক্ত কোন দরদ কিংবা পার্থিব কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা আগেও ছিলো না, এখনও নেই। কিন্তু একজন মুসলিম এবং দায়ী হিসেবে তিনি এখন পর্যন্ত যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন -একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে অবশ্যই তার নির্মোহ মূল্যায়ন হওয়া উচিত।
একইভাবে ইসলামী আকীদা কিংবা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোন বক্তব্যের ক্ষেত্রে তার কোন ভিন্নমত বা ভুল বক্তব্য পাওয়া গেলে অবশ্যই তার বিরোধী করতে হবে ঈমানের তাগিদেই। কিন্তু নফল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের কোন বিষয়ের জন্য কিংবা ইমামদের মতবিরোধপূর্ণ কোন মাসআলায় নিজ ইমামের মতের কোন অংশের সাথে তার মিল না হলেই কাউকে 'ষড়যন্ত্রকারী' 'ভিন্ন ধর্মের এজেন্ট' বা তার বক্তব্যকে 'অমার্জনীয় ধৃষ্টতা' বলে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য বা যৌক্তিক ও তথ্য প্রমাণহীন কেবল বিদ্বেষ মূলক আক্রমণাত্মক বক্তব্য কোন মতেই সমর্থন যোগ্য হতে পারে না।

অথচ একজন মু'মিন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হলো অপর কোন মুমিন, মুসলিম ভাইয়ের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার আগে বিষয়টি যাচাই করে নেয়া। এ নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অর্থ: "হে ঈমানদ্বার গণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে (সে ব্যাপারে কিছু বলা বা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে) তোমরা তা যাচাই করে নাও। না হলে, তোমরা অজ্ঞতাবশত: কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, অবশেষে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ০৬)
এই আয়াতের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, কেবল মাত্র ধারণা প্রসূত এবং তৃতীয় পক্ষের কোন কথা শুনেই কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয়। কোন

মন্তব্য করাও ঠিক নয়। কারণ অনেক সময়ই মাধ্যম বাড়ার কারণে মূল বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যায়। একারণেই যে কোন বক্তব্যের ক্ষেত্রে বা কারো সমালোচনার ক্ষেত্রে সরাসরি তার সাথে কথা বলা, সুনির্দিষ্টভাবে তার আলোচনা উদ্ধৃত করা কিংবা তার লেখা থেকে রেফারেন্স না দিয়ে কিছু বলার অর্থ অনেক সময়ই মিথ্যাচারে পরিণত হয়। মহানবী সা.ও তার হাদীসের মাঝে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ "

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সা. বলেছেন "মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে কিছু শুনবে আর যাচাই-বাছাই না করেই তা অপরের কাছে বর্ণনা করবে।" (মুসলিম, প্রথম খন্ড হাদীস নং ৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অর্থ: "হে ঈমানদ্বার গণ! তোমরা কেবলমাত্র ধারণাপ্রসূত ও অনুমান নির্ভর বিষয় হতে বেঁচে থাকো। কেননা, অধিকাংশ ধারণা ও অনুমানই পরিশেষে গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ০৬)

ডা. জাকির নায়েকের ব্যাপারে সমালোচকদের বক্তব্য কথা-বার্তায় দেখা যাচ্ছে যে, আসলে তারা অনেকেই ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই না জেনে, ধারণা প্রসূত এবং তৃতীয় কারো বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে মন্তব্য করেছেন এবং অবশ্যই গুনাহগার হচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সমালোচনাকারী হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব স্পষ্টভাবে এটা স্বীকার করেও নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **"আমি তার কোন অনুষ্ঠানও দেখতে যাই না, কোনো বই পুস্তকও পড়তে চাই না।"** (জাকির নায়েকের আসল চেহারা, পৃষ্ঠা নং ১৮)

"জাকির নায়েক নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্যের কথা কখনো কি তার সঙ্গে শেয়ার করেছেন? কখনো যোগাযোগ করার ভাবনা আছে?" এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, **"তিনি একজন আলেম, একথা আমার কাছে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম অথবা ইসলামী শিক্ষা**

সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা বা মতবিনিময়ের জন্য তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের কোনো প্রশ্নই আসে না।" (জাকির নায়েকের আসল চেহারা, পৃষ্ঠা নং ১৯)

একই বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, কেবলমাত্র তৃতীয় পক্ষের থেকে 'শোনা' কথার উপর ভিত্তি করেই তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, **"আমি যেহেতু তার বইও পড়ি না, প্রোগ্রামও দেখিনা, তাই এগুলো যারা পড়েন বা দেখেন তাদের বাচনিকের ভিত্তিতেই আমার মন্তব্য করতে হবে।"** এই যদি হয় কারো ব্যাপারে একজন শীর্ষ আলেমের সমালোচনার ভিত্তি, তাহলে অন্যদের কি অবস্থা হবে? ভাবতে খুবই কষ্ট লাগে।

এছাড়াও ডা. জাকির নায়েকের ব্যাপারে আমাদের দেশের যারা সমালোচনা করেছেন তারা যে সকল বিষয়ে সমালোচনা করেছেন তার অধিকাংশই জাকির নায়েক কখন কোথায় বলেছেন তার কোন উদ্ধৃতি নেই। অনেক ক্ষেত্রে জাকির নায়েকের ব্যাপারে এমন কথা বলা হয়েছে যা আসলে জাকির নায়েক বলেন নি। আবার অনেক ক্ষেত্রে জাকির নায়েকের একটি দীর্ঘ একটি আলোচনার মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অস্পষ্ট করে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে আসলে জাকির নায়েকের মুল বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। অনেক সমালোচনা করা হয়েছে অযৌক্তিকভাবে কেবলমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে। আর বাকি অধিকাংশ ইখতিলাফ তথা মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেই ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বিভিন্ন মত উল্লেখ শেষে তার মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিকে বলা হয়েছে মনগড়া ব্যখ্যা বা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা।

এসম্পর্কে এখন সমালোচকদের কিছু সমালোচনা ও আমার স্বল্প জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তার বিপরীত বাস্তবতা বা তুলে ধরা হচ্ছে। অনেক পাঠকই হয়তো আমার দেয়া জবাবের চেয়েও ভালো জবাব দিতে পারবেন।

অভিযোগ ও বাস্তবতার আলোকে তার জবাব

১. **"জাকির নায়েক আলেম নন।"** (মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী লিখিত, জাকির নায়েকের আসল চেহারা, পৃষ্ঠা নং ৫)

= 'ডা. জাকির নায়েক আলেম নন' -এই কথাটি কতটুকু সত্য? যারা বলছেন যে, তিনি আলেম নয়, তাদের কাছে আলেম হওয়ার মানদন্ড ও মাপকাঠি কি? আলেম হওয়ার জন্য মাদ্রাসায় পড়াই কি একমাত্র পথ?

আমরা জানি আরবদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজ আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের মতো নয়। সেখানকার স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের সিলেবাস রাতদিন ব্যবধান। আমার জানামতে সউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মাদরাসাহ বলা হয়। এমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি কোন এক বা একাধিক শায়খের তত্ত্বাধানে পড়াশোনার মাধ্যমেও এবং কুরআন-সুন্নাহর উপর দীর্ঘ অধ্যয়নের দ্বারা যে কেউ আলেম হতে পারেন।

ডা. জাকির নায়েকও এই হিসেবে আলেম বলে গণ্য হতে পারেন। উপরন্তু তার গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আরব-আজমের এক ঝাঁক নবীন ও প্রবীণ মুহাক্কিক আলেমের স্বরব উপস্থিতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো। ডা. জাকির নায়েকের প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা আইআরএফ এর গবেষক প্যানেলে যে সকল আলেম আছেন তার কয়েকজন হলেন, আল্লামা সিরাজ ওয়াহহাজ, হুসাইন ইয়ে, ইয়াসির কাজী, সালীম আল আমরী, আসীম আল হাকিম, শেখ জাফর ইদ্রিস, রিয়াজ আনসারী, মুহাম্মাদ আল জিবালী, ওয়াজদি গাজ্জায়ি, ওয়ালিদ বাসইউনি প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য আলেম। যাদের অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।

ডা. জাকির নায়েকের গবেষণা ও আলোচনা প্রস্তুত করার অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল বিজ্ঞ আলেমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। যা তার গবেষণা বহুল ইলমী আলোচনার দ্বারাই বুঝা যায়। এছাড়াও দীনী গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য রয়েছে বিচক্ষণ আলেমদের তত্ত্বাবধানে আলাদা টীম।

ডা. জাকির নায়েকের সমালোচকগণ একটু কষ্ট করলেই এই সকল তথ্য জানতে পারতেন। কিন্তু তারা তা না করেই সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত বলে দিয়েছেন যে, জাকির নায়েক আলেম নন, তার সাথে আলেমদের সম্পর্ক নেই। যা নি:সন্দেহে দু:খজনক।

আমাদের দেশের অনেক আলেমের মধ্যকার এ ধরণের একটি সংকীর্ণ মানসিকতা প্রায় সময় কাজ করে থাকে। কারো মতের সাথে পুরোপুরি না মিললেই তাকে আলেমদের কাতার হতে আলাদা করে ফেলা হয় তার গবেষণায় আরবের অনেক বড় বড় আলেমের সম্পৃক্ততা থাকলেও তাদেরকে ধর্তব্যের বাইরে রাখা হয়। আল্লাহ আমাদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করার তাওফীক দিন।
আর যদি ডা. জাকির নায়েক যদি বিজ্ঞ আলেম নাও হয়ে থাকেন তদুপরি পবিত্র কুরআনের সূরায়ে তাওবার ১২২ নং আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানি যে, দীনের উপর তাফাক্কুহ বা গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন নয়, বরং ফরজে কিফায়া। কিন্তু সূরায়ে ইউসূফের ১০৮ নং আয়াত, সূরায়ে নাহল এর ১২৫ নং আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে প্রতিটি মুসলিমের জন্য দীনের দাওয়াত দেয়া ফরজ। অন্যের কাছে দীনের কথা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ রাসূল সা. তার হাদীসেও দিয়ে গেছেন।
সুতরাং ডা. জাকির নায়েক যদি আলেম নাও হন, তিনি তো একজন মুসলিম, আর মুসলিম হিসেবে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে তিনি তার জানা অধ্যায় প্রমাণ সহকারে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছেন। (আর ডা. জাকির নায়েকও তার বিভিন্ন আলোচনায় নিজেকে বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র বলে পরিচয় দেন, ফকীহ বা বিরাট মুহাদ্দিস হিসেবে নন।) এটা কি করে নিন্দনীয় ও সমালোচনার বিষয় হতে পারে ?

২. "তিনি পড়াশোনা করেছেন খৃষ্টান মিশনারী ও হিন্দুদের স্কুল-কলেজে।" এরপর তিনি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং কুরআন হাদীস দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। (মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী লিখিত বই, ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ, পৃষ্ঠা ০৬)
= উলামায়ে কিরামগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, শরীয়তের কোন বিধান লংঘন না হলে স্বাভাবিকভাবে ও সাধারণত: স্কুল-কলেজে পড়াশোনা হারাম কিংবা অন্যায় কোন কাজ নয়। প্রয়োজনীয় দীনী ইলম অর্জনের পর একজন মানুষ যে কোন বিষয়ের ইলম অর্জন করতে পারেন। যে কোন জাগতিক বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করতে পারেন।
সাহাবায়ে কিরাম রা. মুশরিক, ইহুদী ও অন্যান্য ধর্ম ছেড়ে মুসলিম হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেকে পরিবর্তন করেছেন। এরপর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। -এটা যদি অন্যায় বা

নিন্দনীয় না হয়ে প্রশংসার বিষয় হয়, তাহলে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করার পর কুরআন-হাদীস নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং তার পর দীনের দাওয়াতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাও নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

৩. (কুরআন হাদীস নিয়ে অধ্যয়ন করার জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রয়োজন কিন্তু) তার কোন শিক্ষক নেই।

(মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী লিখিত, জাকির নায়েকের আসল চেহারা, পৃষ্ঠা নং ৬, ৯)

ডা. জাকির নায়েকের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কোন শিক্ষক নেই বলে যারা মন্তব্য করছেন, নি:সন্দেহে তারা না জেনে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আরব দেশগুলো শেখ আহমাদ দীদাতকে একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামিক পন্ডিত বলে বিবেচিত। ডা. জাকির নায়েক নিজে তার অধীনে ইসলামের উপর পড়াশোনা করেছেন। শেখ আহমাদ দীদাতও ডা. জাকিরকে তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শেখ আহমাদ দীদাত সম্পর্কে জাকির নায়েকের সমালোচকগণও স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন শ্রদ্ধেয় এবং 'হক পন্থী' দীনের দায়ী। (যদিও আবার ড. আ ফ ম খালিদ সাহেব শেখ আহমাদ দীদাতেরও সমালোচনা করেছিলেন। আবার আজকে যারা ঐক্যবদ্ধভাবে জাকির নায়েকের সমালোচনা করছেন তাদের মধ্যকার একজন অপরজনের বিরুদ্ধেও অনেক ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ কারো খানিকটা সমালোচনা করলেই তিনি অগ্রহণযোগ্য হয়ে যান না, যতক্ষণ না সমালোচনার মানদন্ড ও মাপকাঠি সর্বোতভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে।)

ডা. জাকির নায়েক আলেমদের সম্পর্কহীন কথাটিও পুরোপুরি ভুল এবং সীমাহীন মুর্খতার পরিচায়ক। বরং ডা. জাকির নায়েক যে পরিমাণ আলেম আর আন্তর্জাতিক শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দীনের কাজ করেন, বর্তমান বিশ্বে তার দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। ডা. জাকির নায়েকের যে কোন গবেষণা ও বক্তব্যে তার এই উলামা টীমের অবদান নি:সন্দেহে অনস্বীকার্য। তার আলোচনায় ইলমী এবং ইজতিহাদী বিষয়াবলীর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম উপস্থাপনই বলে দেয় যে, এগুলো রচনা ও গ্রন্থনার পেছনে কত মেধাবান আর বিজ্ঞ আলেমদের অবদান ছিলো।

আরবের প্রায় সকল শীর্ষ ইসলামী পন্ডিতদের সাথে ডা. জাকির নায়েকের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। গত রমজানে ডা. জাকির নায়েকের প্রোগ্রামে

অংশগ্রহণ করার জন্য কাবা শরীফের সম্মানিত ইমাম, শায়খ সুদাইসী প্রাইভেট বিমান নিয়ে ছুটে আসেন এবং অনুষ্ঠান শেষ করে আবার মক্কায় ফিরে যান। এছাড়াও বর্তমান আধুনিক যুগে আরব-আজমের বড় বড় শায়খ ও আলেমদের সাথে ডা. জাকির নায়েকের যে কি পরিমাণ যোগাযোগ, বিজ্ঞ আলেমদের কত বড় টিম নিয়ে জাকির নায়েক গবেষণা করেন, কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূতভাবে 'ডা. জাকির নায়েকের কোন শিক্ষক ও নির্দেশক নেই' বলে মন্তব্য কারীগণ তা অনুভব করবেন কিভাবে?

কোন ব্যক্তিকে ইসলামের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর তা মূল্যায়ন করার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। কেবলমাত্র কোন মাদ্রাসার থেকে আলেম হওয়ার 'সনদ' না থাকা কিংবা প্রচলিত আলেমদের মতো বেশ-ভুষা না থাকাই একজন ব্যক্তিকে 'পথভ্রষ্ঠ' কিংবা গোমরাহ বলার জন্য যথেষ্ট নয়। কারো কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা লেখনীর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুনিশ্চিত বৈপরিত্বের প্রমাণ ব্যতীত কেবলমাত্র 'অনেক আলেম তার বিপক্ষে' বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যতক্ষণ না সেই সকল আলেমদের বিরোধীতার কারণ গুলো (ইখতেলাফ পূর্ণ মাসআলার বাইরে) সুনিশ্চিতভাবেই কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বুঝা যাবে। না হলে বর্তমান বিশ্বে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মধ্যেও কুরআন-হাদীসের উপর অভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ পাওয়া যাবে। সুন্নাতী লেবাস পোষাকও আছে। ইসলামী পন্ডিতদের অধীনে ছাত্র হিসেবে তারা পড়াশোনাও করেছে। তাই বলে তারা ইসলামের কল্যাণকামী বা মিত্রপক্ষ নয়। কারণ তাদের কর্মকান্ড এবং বক্তব্যগুলোকে কুরআন সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

নবী আ. গণ যেহেতু নিষ্পাপ এবং স্বয়ং মহান আল্লাহর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ছিলেন, সাহাবীগণ যেহেতু স্বয়ং প্রিয়নবী সা. এর প্রশিক্ষণে ও তত্ত্বাধানে ছিলেন। তাদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন বলে ঘোষণা এসেছে, ইরশাদ হয়েছে;

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "(রাসূলের প্রিয় সাহাবীগণ-) তারা হলেন সেই সকল মহান ব্যক্তি, স্বয়ং মহান আল্লাহ যাদের অন্তরের তাকওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ০৩)

তাই এখন যারা বলবে যে আমরা কুরআন এবং হাদীস মানি, কিন্তু সাহাবীদেরকে মানি না, তারা আসলে হাদীসও মানে না, কুরআনও মানে না। কারণ সাহাবায়ে কিরাম রা. ছিলেন সরাসরি প্রিয়নবী সা. এর প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাধানে। রাসূল সা. ছিলেন তাদের শিক্ষক। আর সাহাবীদের ঈমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। এরপর তিনি সাহাবীদের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যেমন উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।
এছাড়া মহানবী সা. তার অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এরপরও যারা সাহাবীদের সমালোচনা করবে, মহান আল্লাহর পরীক্ষায় সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেরাও তাদের পরীক্ষা নিতে চাইবে, তারা নি:সন্দে কুরআন এবং হাদীসের উপর পূর্ণাঙ্গ আস্থাশীল নয়। তবে অনেকের হয়তো প্রশ্ন আছে যে, তাহলে সাহাবীদের কারো জীবনে যদি কোন গুনাহ হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেটিও কি আমরা মেনে নেবো?
এর জবাব হলো, সাহাবীগণ যেহেতু রাসূলের পর্যবেক্ষণে ছিলেন, রাসূল যেহেতু তাদের শিক্ষক ছিলেন, তাই ছাত্রের সাময়িক দূর্বলতার সমাধান তাদের শিক্ষক এবং আমাদের সকলের প্রিয় নবী সা. কি দিয়েছিলেন? তিনি যেই সমাধান দিয়েছিলেন সেটিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর বুঝতে হবে যে, এই সমাধানটি সারা বিশ্বের অনাগত সকল মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্যই মহান আল্লাহ এমনটির অবতারণা করেছিলেন। ভুলের উপর আমাদের আমল করা যেমন ভুল তেমনি সেই ভুল নিয়ে আমাদের বিশাল গবেষণায় মত্ত্ব হওয়াও অনুচিত যেহেতু এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট হাদীস আছে। -আর এমন সামান্য ব্যতিক্রম খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। তারা অবশ্যই আমাদের চেয়ে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ ও মহান।
তাই সাহাবীগণ অবশ্যই সমালোচনার উর্ধ্বে। আর সাহাবীদের সমালোচনা না করা কিংবা তাদেরকে গালমন্দ না করার জন্য রাসূলের অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে (কলেবর না বাড়ানোর জন্য যার বিস্তারিত উদ্ধৃতি হতে বিরত রইলাম)।
নবী এবং সাহাবী ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন মানুষই সমালোচনা ও পর্যালোচনার উর্ধ্বে নয়। আর এই সমালোচনা ও পর্যালোচনার মানদন্ড বা মাপকাঠিও নির্ধারিত, তা হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস।
একইভাবে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে (ইখতেলাফপূর্ণ মাসআলা ব্যতীত) কুরআন এবং হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বক্তব্য পাওয়া গেলে অবশ্যই তার সেই বক্তব্যকে বর্জন করতে হবে। তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। তবে সাথে সাথে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন ব্যক্তির একটি ভুলের কারণে তার সকল কাজকেই বাতিল করে দেয়া যাবে না।

একজন মানুষের একটি পদস্খলন যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি একটি পদস্খলনের কারণে তার বাকী সকল ভালো কাজও পরিত্যাজ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে সকলকেই বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৪. "ডা. জাকির নায়েকের কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ নয়।" (জাকির নায়েকের আসল চেহারা, -নূরুল ইসলাম ওলীপুরী, পৃষ্ঠা নং ৯)

= নি:সন্দেহে প্রতিটি মুসলমানের জন্য পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা দরকার। ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত যদি লাহনে জলী হয় তাহলে তার ইমামতি শুদ্ধ হয় না এব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই।

এটা ঠিক যে ডা. জাকির নায়েকের আরবী উচ্চারণ খানিকটা আটকে যায়। শুধু আরবী উচ্চারণই নয় বরং যারা ডা. জাকির নায়েকের আলোচনা শুনেছেন তারা জানেন যে, ডা. জাকির নায়েকের ইংরেজি ভাষা ও বক্তব্যও অতোটা শ্রুতিমধুর নয়। তার ইংরেজি শব্দ উচ্চারণও আটকে যায় এবং শব্দগুলো খানিকটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে। জন্মগতভাবে কিংবা কারণবশত: যদি কারো মুখে জড়তা থাকে তাহলে এমনটি হতে পারে। তার তিলাওয়াত শুনে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো, শারীরিক কোন ত্রুটি থাকার কারণেই তার শব্দের উচ্চারণ অতটা শ্রুতিমধুর নয়। আর নিজের মুখে জড়তা থাকার এই কথা তিনি নিজেও তার 'ডিয়ার টু আসক' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন।

যারা আগ্রহ করে তার আলোচনা শুনতে যান বা শুনেন তারা তার কথা এজন্য শুনেন না যে তাতে সূর, তাল, লয় কিংবা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-লালিত্যপূর্ণ ভাষা ও শৈল্পিক ব্যাকরণ আছে। বরং তারা তার থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য-তত্ত্ব এবং যৌক্তিক ও প্রামাণ্য আলোচনা শোনার জন্যই তার স্মরণাপন্ন হন। এটা যেহেতু শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাই অবশ্যই এ নিয়ে কিছু বলা সম্পূর্ণ অনুচিত। কিন্তু যদি তিলাওয়াত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটা দূর করার কোন ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেজন্য চেষ্টা করা দরকার।

তবে এটি এমন কোন বিষয় নয়, যার কারণে ডা. জাকির নায়েক কে তার দীনের দাওয়াত দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। উচ্চারণ সমস্যার কারণে যেমনিভাবে একজন মুসলিমের উপর নামাজ পড়া, রোজা রাখার বিধান রহিত হয় না, একইভাবে উচ্চারণ সমস্যার কারণে ডা. জাকির নায়েককে 'দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ' বন্ধ করে দিতে হবে এমনটিও আবশ্যক

নয়। বরং এটা তো আরো প্রশংসনীয় যে, হযরত বিলাল রা. কিংবা হযরত মূসা আ. এর মতো মহান ব্যক্তিরা যেমন নিজেদের উচ্চারণ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দীনের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে গেছেন তেমনি জাকির নায়েকও কষ্ট করে হলেও দীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। **সর্বোপরি** ডা. জাকির নায়েক যেহেতু মসজিদের ইমাম কিংবা কিরা'আতের প্রশিক্ষক নন, তাই এই বিষয়টি দিয়ে তাকে অভিযুক্ত করা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

৫. "ডা. জাকির নায়েকের অপব্যখ্যা : প্যান্ট-শার্ট-টাই পড়া জায়েয।"
(মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী লিখিত বই, ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ, শেষ পৃষ্ঠা)

= পোষাকের ব্যাপারে এই অভিযোগ অনেকের। আমাদের সমাজে প্রচলিত ও স্বাভাবিক শার্ট-প্যান্ট তাকওয়ার পোষাক না হলেও এটা জায়েজ পোষাক। এটি যে হারাম, আজ পর্যন্ত কাউকে তা বলতে শোনা যায়নি। কারণ পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের ৭ টি মূলনীতি রয়েছে। **যেমনঃ**

১. সতর ঢাকতে হবে। ২. শরীরের কাঠামো বোঝা যেতে পারবে না।
৩. এমন স্বচ্ছ হতে পারবে না, যার দ্বারা ভেতরের অবয়ব দেখা যায়।
৪. বিপরীত লিঙ্গের পোষাক (পুরুষের জন্য মেয়েদের বা মেয়েদের জন্য পুরুষের পোষাক) হতে পারবে না।
৫. বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্টকারী পোষাক হতে পারবে না।
৬. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক হতে পারবে না।
৭. অহংকার প্রকাশ করে এমন পোষাক হতে পারবে না। (বুখারী শরীফ, ৫৪৪৭ নং হাদীস, মুসলিম শরীফ হাদীস ৫৫১০) (এছাড়াও আরো অনেক হাদীসের দ্বারা উপরোক্ত মূলনীতিগুলো বের করা হয়েছে। লেখা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বিস্তাতির উদ্ধৃতি দেয়া হতে বিরত থাকতে হবে।)

এই ৭ টি বিষয়ের মধ্যে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পড়ে না। তবে স্কীন টাইট অনেক প্যান্টের দ্বারা যেহেতু শরীরের নিম্নাংশের অবয়ব ফুটে উঠে তাই এমন প্যান্টও পরা যাবে না। (ইসলামে পোষাক কেমন হতে হবে? আলোচনায় জাকির নায়েকও এটি বলেছেন।) টাইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলছেন এটি খৃষ্টানদের বিশেষ আলামত হিসেবে এসেছে আবার কেউ বলছেন এটি পাশ্চাত্যের শীত প্রধান দেশে প্রয়োজনীয় একটি পোষাক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু টাইকে কোন খৃষ্টানও নিজেদের ধর্মীয় চিহ্ন বলে দাবী করেছে এমন প্রমাণ কেউ দিতে

পারেন নি। **তারপরও যেহেতু এটা নিয়ে মতভেদ তাই আমার মতে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে দীনের দায়ীদের জন্য এটি না পরাই সর্বোত্তম।** (অনেক অনুষ্ঠানে ডা. জাকির নায়েকও টাই ছাড়া বক্তব্য দিয়েছেন)।

মুফতী মীযানুর রহমান ছাড়াও জাকির নায়েকের সমালোচকগণের প্রায় সকলেই ডা. জাকির নায়েকের প্যান্ট-শার্ট-টাই পড়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে এটি ইসলামী পোষাক নয়। কিন্তু কিভাবে এটি ইসলামী পোষাক নয়? এ ব্যাপারে তারা কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন নি। অন্যান্য বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও কোন কুরআন সুন্নাহর আলোকে কোন প্রামাণ্য আলোচনা করেন নি।

তবে কেউ কেউ রাসূলের একটি হাদীসের দ্বারা দূর্বলভাবে তাদের মন্তব্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে মিশকাত শরীফের ৪৩৪৭ নং সেই হাদীসটি হলো:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

অর্থ: "হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (আকীদা-বিশ্বাস ও বিধর্মীদের ধর্মীয় রীতি-নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে) যেই সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মিশকাত শরীফ : ৪৩৪৭ নং হাদীস)

এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে মুসলিমদের জন্য অন্য ধর্মের ও অন্য মতাদর্শের লোকদেরকে আকীদা-বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত ধর্মীয় চিহ্ন সমূহ বর্জন করার নির্দেশ হিসেবে। আর যে কোন পোষাকের ক্ষেত্রেও যদি সেটি ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় চিহ্ন হিসেবে সেই ধর্মের লোকদের কাছে নিশ্চিত হয়ে থাকে তাহলে তা যে মুসলমানদের জন্য ব্যবহার হারাম এ ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই।

কিন্তু দু:খজনক বিষয় হলো এই হাদীসের দ্বারা স্বাভাবিক শার্ট-প্যান্টকে হারাম বলাটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কেননা এগুলো খৃষ্টান কিংবা বিধর্মীদের ধর্মীয় চিহ্ন নয়। শুধুমাত্র ইহুদী-খৃষ্টানদের জন্যই এগুলো নির্দিষ্ট নয়। বরং সাধারণ পোষাক হিসেবে ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো কোটি কোটি মুসলমান আজ এগুলো পড়ছে। মূলত: সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবি মানুষ নিজেদের কাজের সহজের জন্য শার্ট-প্যান্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন -ধর্মীয় কারণে নয়। আর বিধর্মীদের

ধর্মীয় চিহ্নের বাইরে যে কোন পোষাক যেহেতু মুসলমানরাও পরতে পারে তাই স্বাভাবিক শার্ট-প্যান্ট যে জায়েজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।
যেহেতু এই ব্যাপারে মত-পার্থক্য বা সন্দেহ আছে তাই এটি পরিহার করাই উত্তম। বিশেষতঃ দীনের দায়ীদের জন্য শার্ট-প্যান্টের পরিবর্তে তাকওয়ার পোষাক লম্বা ও ঢিলে-ঢালা পোষাক পড়া উত্তম। একইভাবে সুস্পষ্ট হারাম নয় এমন পোষাকের ব্যবধানের কারণে কাউকে ভিন্নধর্মের এজেন্ট কিংবা তিনি ইসলামের ক্ষতি করছে বলে প্রচার করাও নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য।

৬. পর্দার ব্যাপারে ডা. জাকির নায়েকের শিথীলতা। তার অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলাদের অংশগ্রহণ।

= মহিলাদের মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না তা নিয়ে স্বয়ং মাযহাবের ইমামদের মধ্যেই ইখতেলাফ রয়েছে। মহান আল্লাহ মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে বলেছেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

অর্থঃ "আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর **'যা সাধারণত প্রকাশ পায়'** তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।" (সূরা নূর : ৩১)
এই আয়াতে **'যা সাধারণত প্রকাশ পায়'** বাক্যের ব্যাখ্যায় হাত, পায়ের পাতার সাথে মুখকেও খোলা রাখা যাবে বলে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আতা (রহিমা.) মত দিয়েছেন। সুতরাং মহিলারা এটা খোলা রাখতে পারবে। যদিও আহনাফের মতে বর্তমান সময়ে মহিলাদের মুখমন্ডল খোলা রাখার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় এটিও ঢাকতে হবে। ডা. জাকির নায়েকও তার If Label Shows Your Intent Wear It বা **"মুসলিমদের পোষাক কেমন হওয়া উচিত?"** শীর্ষক আলোচনায় মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন মতের কথা সমানভাবে তুলে ধরেছেন।
এক্ষেত্রে আমাদের মতের সাথে তার দলীল নির্ভর দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার প্রামাণ্য বক্তব্যের বিপক্ষে কটু মন্তব্য করা শোভা পায় না।

আর যেই সমস্ত মহিলারা ওনার বক্তব্যেতে উপস্থিত হয় ওনাদের মধ্য বেশির ভাগ হলো অমুসলিম মহিলা, যারা ইসলাম সর্ম্পকে জানার জন্য আসে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যায় তখন র্পদা পালন করে। এখন এই নন-মুসলিম মহিলাদের ইসলাম র্ধম গ্রহণ করার আগেই কি তাদের উপর ইসলামের বিধান চাপিয়ে দিতে হবে?

জাকির নায়েকের বক্তব্যেতে যে মহিলারা উপস্থিত হয় তাদের প্রায় অধিকাংশই শালীন পোশাক পরে আসে একেবারে উলঙ্গ আসে না। তাই তাদের আসার পথ বন্ধ না করে অমুসলিমদের আগে ইসলাম বুঝতে দেয়া উচিত। ঈমান আনতে দেয়া প্রয়োজন। তারপর তো পর্দার বিধান!

৭. "ডা. জাকির নায়েক চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা. কে উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেছেন- যা মূলতঃ ভ্রান্ত শিয়া ফিরকার আকীদাবিশ্বাস। -নাউযুবিল্লাহ।

এক্ষেত্রে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক রা. যে উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ -এর কোন দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (গবেষণা প্রতিবেদন, মাসিক আদর্শ নারী, মে ২০১১, পৃষ্ঠা নং ১৩)

গবেষণা প্রতিবেদন বলা হলেও উপরোক্ত কথা দুটি ডা. জাকির নায়েক তার কোন আলোচনায় বলেছেন তার কোন সূত্র বা উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলে এ বিষয়টি তারা খোঁজ নিয়ে পরে জানাবেন। অর্থাৎ 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' আগে প্রকাশ হয়ে গেছে অনুসন্ধান ছাড়া, পরে অনুসন্ধান করে সূত্র জানানো হবে। কিন্তু পরের মাস জুনের পত্রিকাতেও জবাব পাওয়া যায় নি। উল্টো জাকির নায়েক সম্পর্কে নতুন নতুন পরস্পর সাংঘর্ষিক কথা বলা হয়েছে। জুন মাসের আদর্শ নারী পত্রিকায় জাকির নায়েক সম্পর্কে আরো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে।

৮. "তিনি গায়রে মুকাল্লিদ (আহলে হাদীস) সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে এ সম্প্রদায়ের মতাদর্শের প্রচার-প্রসারকে নিজের মেনুফেষ্ট নির্বাচন করেন। দ্রষ্টব্যঃ http://Is the Logic of Zakir Naik Reliable?"
(গবেষণা প্রতিবেদন, মাসিক আদর্শ নারী, জুন ২০১১, পৃষ্ঠা নং ৫)

গত মে মাসের আদর্শনারী পত্রিকায় ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের ক্ষেত্রে জাকির নায়েকের কথা গুলো কখন কোথায়

বলেছেন, তার সূত্র ও রেফারেন্স না পেয়ে আমরা 'পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ' নামক একটি ইসলামিক পত্রিকার পক্ষ থেকে মাসিক আদর্শ নারী পত্রিকার সম্পাদক জনাব মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী সাহেবের কাছে ফোন করেছিলাম। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো যে, তিনি তার পত্রিকায় জাকির নায়েকর কথার যেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলো জাকির নায়েক কখন, কোথায়, কোন আলোচনায় বলেছেন? তিনি বলেছিলেন, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি। আমরা তখন তার কাছে এর প্রমাণ চাইলাম এবং সূত্র দিতে বললাম। তখন তিনি আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, এ ব্যাপারে আরো গবেষণা হচ্ছে, আগামী মাসে সূত্র জানানো হবে।

এরপর এলো জুন মাস। এ মাসের আদর্শ নারী পত্রিকায়ও পূর্বের মতোই জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে "জাকির নায়েক সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর জবাব" শিরোনামে আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে স্বয়ং সম্পাদক আবুল হাসান শামসাবাদী সাহেবের নিজ নামে। ভালো কথা। আশা করলাম এখন হয়তো জাকির নায়েকের ভুলের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনের প্রথম পাতাতে জাকির নায়েকের পরিচয় উল্লেখ করে উইকি পিডিয়ার সূত্র দেয়া হযেছে। মেনে নিলাম। কারণ বিশ্বের যে কোন বরেণ্য ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তই উইকিপিডিয়াতে পাওয়া যাবে। একটি উদ্ধৃতি পেয়ে খানিকটা খুশিই হয়েছিলাম। যে যাক এবার হয়তো আরো কিছু যৌক্তিক কোন পয়েন্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য সূত্রের ইংরেজি লিংক দেখে খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়েছি। কারণ যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তারা সকলেই জানেন যে ইন্টারনেটে যে কোনো ওয়েব সাইট বা লিঙ্কের ইরেজি অক্ষর গুলো সব ছোট হাতের হয় এবং সেখানে মাঝখানে কোন স্পেস থাকে না।

কিন্তু আদর্শ নারী পত্রিকায় দেয়া সূত্রে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি বানানে মাঝে মাঝে বড় অক্ষর এবং একটু পর পর স্পেস। এর চেয়েও বড় অসঙ্গতি মনে হলো অধিকাংশ লিংকেই কোন ওয়েব পেজ এর নাম নেই দেখে। দ্বিতীয় লিঙ্কটি হলো http://Is the Logic of Zakir Naik Reliable? দ্বিতীয় এই লিঙ্কটি একটু যাচাই করে দেখার জন্য লিঙ্কটি হুবহু কপি করে আমার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এ পেষ্ট করলাম। এন্টার দিলাম। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কিছু আসলো না। উইকিপিডিয়াতে দিলাম সেখানেও নো রেসাল্ট শো করলো। শেষ পর্যন্ত গুগল এ সার্চ এর ঘরে

এটা পেষ্ট করে এন্টার দিলাম। তারা কয়েকটা ওয়েবের নাম দেখালো যেখানে এই লেখাটি আছে। সেটি হলো
http://www.unchangingword.com/aboutus.php তো এই ওয়েব পেজে এসে দেখলাম জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই এখানে লেখা হয়েছে। ওয়েব পেজটির প্রথম পাতা কুরআনের ছবি দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আরবীতে কালিমাতুল্লাহ শব্দটিও লেখা হয়েছে। তার মধ্যে খৃষ্টানদের বিরোধীতা করে তিনি যে সব কথা বলেছেন তাও খন্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা দেখে একটু থমকে গেলাম। এবার আগের চেয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম এই ওয়েব পেজটা কাদের? কারা জাকির নায়েকের বিরোধীতা করছে?
একটু খুঁজতেই দেখলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কলেবরে একটি লিঙ্ক দেয়া, লিঙ্কটির নাম The Titles of Hazrat Isa Masih In the Qur'n এটা দেখে আমি এমন শক খেয়েছি! আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, আমার সামনে সিংহ দেখলেও আমি এতোটা আঁতকে উঠতাম না। পাঠক হয়তো এর মধ্যেই বুঝে গেছেন। এটা হচ্ছে খৃষ্টানদের একটি ওয়েব সাইট। যেখানে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিকৃত ব্যখ্যা করে হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহর পূত্র সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কুরআনে হযরত ঈসা আ. এর নাম আছে দেখিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খৃষ্টানদের গোমর ফাঁক করে দেয়ার কারণে তারা যে জাকির নায়েকের উপর ক্ষুব্ধ এটা আমি আগেই শুনেছি। কিন্তু মাওলানা আবুল হাসান শামসাবাদী সাহেবের মতো এমন বিচক্ষণ একজন আলেম এবং আদর্শনারী পত্রিকার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসিক পত্রিকা তাদের মত প্রমাণের জন্য খৃষ্টানদের ওয়েবের সাহায্য নিয়েছেন! এটা আমি কি করে মেনে নেই? আমার মনে হচ্ছে আমি মাটির নিচে চলে যাই। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দিন। আগ্রহী পাঠকরা চাইলে আমার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এই লিঙ্কে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। http://www.unchangingword.com/aboutus.php তবে খৃষ্টানদের এই চতুর ওয়েব দেখে বিভ্রান্ত হবেন না যেনো!
এ ছাড়া আদর্শ নারী পত্রিকায় আর যেসকল লিঙ্ক দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই হলো ভারত পাকিস্তানের কবর-মাজার ও পীর-ফকীর পুজারী

ভন্ড বিদআতীদের ওয়েব সাইট। কিছু ব্লগের লিঙ্কও দেয়া হয়েছে। যারা তাদের পার্থিব স্বার্থে জাকির নায়েক ব্যাঘাত ঘটানোয় সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়ে অনলাইনে জাকির নায়েকের সমালোচনার ঝড় তুলেছেন।

এছাড়া দেওবন্দ মাদ্রাসাসহ পাকিস্তানের কিছু মাদ্রাসা থেকেও ইখতিলাফী ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় জাকির নায়েকের সমালোচনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের লোকদেরকে ইখতেলাফী মাসআলায় জাকির নায়েকের মত অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা হতেই পারে। সুন্নাত-নফল মাসআলা গত ক্ষেত্রে জাকির নায়েকের উদ্ধৃত প্রমাণ্য আলোচনার চেয়েও বেশি প্রামাণ্য কোন বক্তব্য থাকলে সে বিষয়ে আমল করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে কুরআন-হাদীসের দলীল নির্ভর বক্তব্য প্রদানকারী কাউকে গোমরাহ বলাটা অবশ্যই অনুচিত ও হারাম কাজ।

এছাড়াও আদর্শ নারী পত্রিকার এই রিপোর্টের শেষে বলা হয়েছে **"এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে fatwa against dr zakir naik অথবা fatwa about dr zakir naik লিখে সার্চ দিলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।"** আমার বলতে হচ্ছে যে, ইন্টারনেটে fatwa against islam/quran/muhammad অথবা fatwa about islam/quran/muhammad লিখে সার্চ দিলে আরো অনেক অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যাবে। তাহলে এখন এগুলোও কি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হবে -নাউযুবিল্লাহ।

আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আমরা যাদের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম, তাদের দ্বারাই আজ মুসলিমদেরকে বিভক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই আদর্শ নারী পত্রিকা বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের মাঝে প্রায় ৫০/৬০ হাজার কপি বিক্রি হয়। এখন এই পত্রিকার এক বিশাল পাঠক সমাজ যদি আজ খৃষ্টানদের সেই ওয়েব সাইট দেখে বিভ্রান্ত হয় তাহলে এর দায়ভার কে নেবে? একজন মুসলমানকে বাতিল ও ভ্রান্ত বলার জন্য কি আমাদের এখন খৃষ্টানদের সহযোগিতা নিতে হবে?

অথচ তারা যদি একটু চিন্তা করতেন তাহলে নিজেরাই বুঝতেন, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে খৃষ্টানরা সমালোচনা করেছে, বিদআতী ভন্ড মাজার পুজারীরা লিখেছে, বৃটেন যাকে যেতে দিচ্ছে না, ভারতের মত কুফর দেশের সরকার ও তার আদালত যার বিরুদ্ধে একটি মামলায় ওয়ারেন্ট জারী করেছে সেই ব্যক্তি ডা. জাকির নায়েক যে সত্যের উপর আছে এর জন্য তো আর এগুলোই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ সকলকে সঠিক বুঝ দিন।

বিভ্রান্তি গুলো যেভাবে ছড়ায়

ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আরো অনেক গুলো অভিযোগ করা হয়েছে। বাস্তবতা বোঝার জন্য সেগুলো উল্লেখ করার আগে একটি উপমা দেয়া খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন মনে করছি।

একটি উদাহরণ: সউদী আরবের একজন বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত ও দার্শনিকের নাম হচ্ছে শায়খ মারুফ আহমেদ। যিনি মিডিয়ার মাধ্যমে সুন্দর ও সাবলীলভাবে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত। তার দাওয়াতের কারণে অনেক মানুষ ভিন্ন ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। তার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ইসলামের অনেক খেদমত হচ্ছে। তার অনেক ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী আছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে মাওলানা রায়হান উদ্দীন খান নামক আরেকজন মুহাক্কিক আলেম আছেন যিনি দেশ জুড়ে এমনকি দেশের বাইরেও প্রতিনিয়ত ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য রাত-দিন একাকার করে ওয়াজ ও বয়ান করে যাচ্ছেন। মানুষদেরকে ইসলামের সহীহ কথা-বার্তা শোনাচ্ছেন। তার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের অনেক ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাচ্ছে। শিরক-বিদআত ছেড়ে তারা সুন্নাতের দিকে ফিরে আসছেন। তারও অনেক ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী আছেন। তবে এই দুই শায়খ ও হযরতের নিজেদের মধ্যে কোন দিন যোগাযোগ হয় নি। উভয়ে উভয়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

এখন ইসলাম বিদ্বেষীরা দেখলো যে, এই দুই মহান ব্যক্তির দ্বারা খুব অল্প সময়েই ইসলাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানরা তো ইসলামের উপর পূর্ণাঙ্গ আমল করা শুরু করেছেই, এমনকি অমুসলিমরা পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে অচিরেই ইসলাম বিজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। তাই তারা দীনী দাওয়াতের এই গতি থামানোর জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। কিন্তু তাদের উভয়েই যেহেতু ইখলাসের সাথে দীনের কাজ করছেন তাই তাদেরকে সরাসরি দীনের কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। তাদেরকে বিরত করতে হলে এবং ইসলামের উপকারের বদলে তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি করাতে হলে তা কৌশলে করাতে হবে। নেক সূরতে ধোঁকায় ফেলতে হবে তাদেরকে। এজন্য তারা আশ্রয় নিলো খুবই নিন্দনীয় এক কূট-ষড়যন্ত্রের।

(মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ আর মারাত্মক ভ্রাতৃঘাতি লড়াই জঙ্গে জামাল আর জঙ্গে সিফফিনের ঘটনার মুল প্রেক্ষাপটের আলোকে)
ইসলাম বিদ্বেষীরা দশ জন দশ জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে দুই শায়খের মুরীদ হলো। এবার নতুন মুরীদ ও ভক্তরা তাদের শায়খ ও উস্তাদের জান প্রাণ খিদমতে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করলো। শায়খ ও উস্তাদের যে কোন প্রয়োজনে নিজেরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অর্থ, সময় ও শ্রম দিতে কখনো কার্পন্য করে না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই উভয় শায়খের কাছে এই নতুন মুরীদরা প্রিয় পাত্রে পরিণত হলেন।
অনেকদিন এভাবে যাওয়ার পর এবার ইসলাম বিদ্বেষীরা তাদের মূল কাজ আরম্ভ করলো। প্রথমে শায়খ মারুফ আহমেদ দা. বা. এর কাছে তার সেই নতুন মুরীদরা গিয়ে বললো, শায়খ! আলহামদুলিল্লাহ আপনি তো দীনের অনেক খেদমত করছেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুরাও বসে নেই। তারা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে এমন এমন লোক তৈরী করছে যারা দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করার ছলে আসলে মানুষক পথভ্রষ্ঠ ও গোমরাহ করছে।

একথা শুনে শায়খ মারুফ আহমেদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি? এটা কি করে সম্ভব? তোমরা কিভাবে জানলে এই কথা? কোথায় শুনেছো।
তখন তারা বললো, এরকম তো আগেও হয়েছে। বর্তমানেও হচ্ছে। বিশেষত: বাংলাদেশে একজন খুব বড় মাপের আলেম বলে নিজেকে প্রচার করছে আর ইসলামের অপব্যখ্যার মাধ্যমে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে।
এবার শায়খ মারুফ বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। কি বলো তোমরা। এটাও কি সম্ভব? আমি তো তার ব্যাপারে খারাপ কিছু শুনি নি। তোমরা যদি কিছু শুনে থাকো তাহলে আমাকে যাচাই করে জানাও। আমি তো ব্যস্ততার কারণে নিজে খোঁজ নিতে পারছি না। এবার সেই মুরীদরা কয়েকদিন পর জানালো যে, শায়খ, আমরা অনেক অনুসন্ধান করেছি এবং সেই মাওলানার ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি।
শায়খ মারুফ বললেন, কি সেই তথ্য? আমাকে তাড়াতাড়ি বলো!
তারা বললো, বাংলাদেশের সেই মাওলানার নাম হচ্ছে মাওলানা রায়হান উদ্দীন খান। তার বাড়ী সেই দেশের সিলেটে। আমরা তার অনেক আলোচনা শুনেছি। দেখেছি তিনি সব ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা দেন। আমরা এখানে তার একটি কথা উল্লেখ করছি যার দ্বারাই আপনি বুঝতে পারবেন যে সে ইসলামের কত বড় ক্ষতি করছে।

প্রসঙ্গত: এক ওয়াজে মাওলানা রায়হান উদ্দীন খান বলেছিলেন, "আমার দেশের বাড়ি সিলেটে। শাহ জালাল মাজার সংলগ্ন মাজার রোড এলাকায়। আমার বাসাও মাজারের পাশেই। সেই মাজারের সাথে একটি মাদ্রাসা আছে। যার দ্বারা ইসলামের খেদমত হচ্ছে।"
এবার সেই ইসলাম বিদ্বেষীরা শায়খ মারুফকে মাওলানা রায়হান উদ্দীন খানের এই ওয়াজ বিকৃত করে শোনালো। আর বললো দেখেছেন শায়খ, এই ওয়াজে রায়হান নামের সেই লোক বলেছে যে, সে মাজারে থাকে। তার কাছে মাজার ভালো লাগে এবং মাজারের দ্বারা নাকি ইসলামের উপকার হচ্ছে।
যেহেতু শায়খ মারুফ সাহেব আরবের লোক। তাই তিনি বাংলা অতো ভালো বুঝেন না। কেবল মাজার আর ইসলাম শব্দটি বুঝতে পেরেছেন। বাকি বিষয় তিনি তার 'বিশ্বস্ত' মুরীদদের বক্তব্য থেকে সত্যি মনে করে নিলেন। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন! কি অবস্থা এমন একজন বড় মাপের প্রসিদ্ধ মানুষের! যে মাজারে থাকে এবং মাজারকে ভালো বলে।
এবার সেই মুরীদরা শায়খ মারুফকে খুব শক্ত করে ধরলো যে, শায়খ একমাত্র আপনিই মুসলিম জাতিকে এই লোকের বিভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আপনি যদি তার 'আসল চেহারা' জাতিকে খুলে না দেখান তাহলে পুরো জাতি গোমরাহ হয়ে যাবে। আপনি এখনি বই লিখুন, মিডিয়ায় বক্তব্য দিন, প্রয়োজনে টাকা ও ব্যয় যা লাগে দীনের জন্য আমরাই তার ব্যবস্থা করে দিবো। দীনের নুসরাতের জন্য নিজেদের সকল কিছু আপনার কাছে অর্পন করবো।
এবার শায়খ মারুফ আহমেদ মুসলিমদের উপকারের জন্যই ইখলাসের সাথে মাওলানা রায়হান উদ্দীন খানের বিরোধীতা করাকে ফরজ মনে করলেন। দীনের অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে তিনি রায়হান উদ্দীনের সমালোচনা করে বই লিখলেন, "মাওলানা রায়হান উদ্দীনের আসল চেহারা।" "মাওলানা রায়হান উদ্দীনের ভ্রান্ত মতবাদ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর সারা দেশে এটা নিয়ে শুরু হলো ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা। এখন অপর পক্ষ যদি এই সকল অভিযোগের কারণে পাল্টা অভিযোগ করা শুরু করে তাহলেই ইসলাম বিদ্বেষীদের চাহিদা শতভাগ সফল।
প্রিয় পাঠক! এখনই কোন বিরূপ মন্তব্য না করে, এই সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাটি ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আমাদের দেশের কয়েকজন নন্দিত আলেমের নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতির সাথে একটু মিলিয়ে দেখুন এবং তারপর ভাবুন।

ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি বলেছেন: (কিন্তু কোন আলোচনায় বা কোথায় বলেছেন তা অভিযোগকারীদের কেউই উল্লেখ করেন নি বা উদ্ধৃতি দেন নি।)

৯. "যারা হিন্দুস্থানে বাস করে তারা সকলেই হিন্দু, কাজেই আমাকেও হিন্দু বলতে পারেন।" (মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী লিখিত বই, ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ, শেষ পৃষ্ঠা)

ডা. জাকির নায়েক তার "হিন্দু ইজম এন্ড ইসলাম" শীর্ষক আলোচনার শুরুতেই বলেছেন, "হিন্দু শব্দটির একটি ভৌগলিক বিশেষত্ব রয়েছে। হিন্দু শব্দটি এসেছে সিন্ধু থেকে। সিন্ধু শব্দটি উচ্চারণে কঠিন হওয়ার কারণে লোকেরা একে সহজ করে 'হিন্দু' বলে উচ্চারণ করা শুরু করে। এরপর এক সময় সিন্ধুনদের পাশে বসবাসকারী ভারতীয়দেরকে বোঝানোর জন্য হিন্দু শব্দ ব্যবহার শুরু হয়।" (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিওন অফ এথিক্স ৬ নং খন্ডের ৬৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

'হিন্দু ইজম এন্ড ইসলামে'র এই আলোচনার পুরোটা আমি কয়েকবার শুনেছি, কিন্তু কোথাও ডা. জাকির নায়েকের **"কাজেই আমাকেও হিন্দু বলতে পারেন।"** এই কথা শুনিনি। সমালোচকও তার বক্তব্যে কোন রেফারেন্স দেন নি। তবে ডা. জাকির নায়েক তার 'দি ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড' বা **'বিশ্বজনীন ভাতৃত্ব'** শীর্ষক একটি আলোচনায় প্রফেসর দেউড়ী নামক জনৈক অমুসলিম ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেন, **"হিন্দু শব্দটির ভৌগলিক বিশেষত্ব আছে। যে লোক ইন্ডিয়ায় বাস করে, যে লোক সিন্ধুনদের অববাহিকা বাস করে সে হিন্দু। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিন্দু শব্দটি সঠিক নয়। বরং হিন্দুদের আসলে বেদান্তবাদী বলা উচিত। কারণ হিন্দু শব্দটি ভৌগলিকভাবে সিন্ধুনদের অববাহিকায় বসবাসকারীদেরকে বোঝায়। আর হিন্দু শব্দটি যেহেতু এই অঞ্চলের সাথে ভৌগলিকভাবে সম্পৃক্ত তাই যেই হিন্দুস্থানের যে লোক আমেরিকায় বসবাস করে সে আসলে হিন্দু নয় আমেরিকান। তাই যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভৌগলিকভাবে আমি হিন্দু কি না? তবে হ্যাঁ, ভৌগলিকভাবে আমি একজন হিন্দু। তবে যদি জিজ্ঞেস করেন, বেদ মানেন কি না, তবে আমি বলবো, বেদের যে কথাগুলো কুরআনের সাথে মিলে যায়, আমি সেগুলো মানি। তবে যদি বলেন যে, হিন্দু মানে যেই লোক পুজো করে, একাধিক দেবতায় বিশ্বাস করে, তবে আমি অবশ্যই হিন্দু নই।"**

এমন সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্য থেকে শুধু মাঝখানের একটি কথা উদ্ধৃত করে জাকির নায়েকের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। পরিস্কার ভৌগলিকভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে চেয়েছেন। যা সম্পূর্ণ হারাম ও অনুচিত কাজ।

প্রিয় পাঠক! উপরের সেই কাল্পনিক ঘটনার সাথে এবার মিলিয়ে দেখুন, একজন মুসলিমের বিরোধীতা করার জন্য কোথাকার পানি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

১০. "ডা. জাকির নায়েক কাজা নামায অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, কাজা নামায পড়ার দরকার নেই। তাওবা করে নিলেই চলবে।" (মাসিক আদর্শ নারী, মে ২০১১, পৃষ্ঠা নং ১৩)

অথচ এটি ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে একটি সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য তথ্য। 'কাজা নামাজ' আর 'উমরী কাজা নামাজ' দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। জাকির নায়েক তার কোন আলোচনাতেই 'কাজা নামাজ' এর বিপক্ষে বলেন নি। তবে 'উমরী কাজা নামাজের' ব্যাপারে শুধু জাকির নায়েক নন, আরবের আরো অনেকেরই ভিন্ন মত আছে। তাদের মতের স্বপক্ষে দলীলও আছে, বিপক্ষেও কথা আছে। (দীর্ঘ সূত্রতা পরিহার করার জন্য উভয় পক্ষের দলীল দেয়া থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে) এক্ষেত্রে তার সাথে আমাদের দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে 'উমরী কাজা' নামাজকে শুধুমাত্র 'কাজা নামাজ' বলে চালিয়ে দেয়া তো প্রকাশ্য অন্যায়।

১১. "রাসূল সা. এর একাধিক বিবাহ ছিলো রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য।" (মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী লিখিত বই, ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ, শেষ পৃষ্ঠা)

এখানেও ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। জাকির নায়েক তার "ইসলামে নারীর অধিকার" শীর্ষক আলোচনায় এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "প্রিয়নবী সা. এর একাধিক বিয়ের অনেকগুলো কারণ ও যৌক্তিক পয়েন্ট ছিলো। তার মধ্যে একটি ছিলো জনকল্যাণ ও সমাজ সেবা। যেমন হযরত খাদিজা রা. এর সাথে বিবাহ। প্রিয়নবী সা. এর দু'টি বিবাহ ছিলো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। একজন হযরত খাদিজা রা. ও অপরজন হযরত আয়শা রা.। এছাড়া মহানবী সা. এর বাকি বিবাহ গুলো প্রত্যেকটিই ছিলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। হয়তো সমাজের কোন সংস্কার, বিভিন্ন গোত্রের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি কিংবা রাজনৈতিক ও

ভৌগলিক কারণ।" এই পুরো বক্তব্যের মাঝখান থেকে "রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল" বলে বিকৃত উদ্ধৃতি প্রদান নি:সন্দেহে অনুচিত।
আর মহানবী সা. একাধিক বিয়ের কোনটির ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কারণ থেকে থাকে তাহলে তা অস্বীকার করাটা এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো কেন, তা বোধগম্য নয়। এটা কি কেবল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা?

১২. ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, "ইসলামে দাড়ির তেমন একটা গুরুত্ব নেই।" (মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী লিখিত, জাকির নায়েকের আসল চেহারা, পৃষ্ঠা নং ২৭)
কিন্তু জাকির নায়েক কোথায় বলেছেন যে ইসলামে দাড়ির তেমন একটা গুরুত্ব নেই তার কোন উল্লেখ নেই। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। উল্টো জাকির নায়েকের আলোচনায় এর উল্টো চিত্র ভেসে উঠেছে। If Label Shows Your Intent Wear It বা **"মুসলিমদের পোষাক কেমন হওয়া উচিত?"** শীর্ষক আলোচনার পুরোটা যারা শুনেছেন তারা নি:সন্দেহে দেখেছেন এবং শুনেছেন যে ডা. জাকির নায়েক দাড়িকে কিভাবে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল বলে উল্লেখ করেছেন এবং সব মুসলমানদের জন্য এটি রাখার প্রতি জোর দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি পরিস্কারভাবে বলেছেন, "অনেকে হালকা বা পাতলা দাড়ি হলে কেটে ফেলে অসুন্দর দেখা যায় এই কারণে। কিন্তু যারা তাদের হালকা ও পাতলা দাড়ি অসুন্দর দেখা যাওয়ার পরেও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাখবে, নি:সন্দেহে তারা অন্যদের থেকে অনেক বেশি প্রতিদান পাবে। আর এজন্যই আমার দাড়ি হালকা-পাতলা হওয়া সত্ত্বেও আমি আল্লাহর রহমত লাভের আশায় তা না কেটে রেখে দিয়েছি।"
এই আলোচনায় ডা. জাকির নায়েক শুধু দাড়ি রাখার কথাই বলেন নি, বরং এর পাশাপাশি মাথায় টুপি পরার কথাও বলেছেন জোর গলায়। পোষাকের আলোচনায় স্কিন টাইট জিন্স প্যান্ট পরার কারণে পুরুষদের সতর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সমালোচনা করে তিনি পুরুষদের জন্য স্কিন টাইট প্যান্ট পরারও নিন্দা করেছেন। অথচ তার বিরুদ্ধেই লেখা হয়েছে, তিনি নাকি দাড়ির কোন গুরুত্ব দেন না। জাকির নায়েক নিজেই সুন্নতী লম্বা দাড়ি রেখেছেন। সব সময় টুপি পরিধান করে থাকেন। অন্তত: তার চেহারা দেখেছেন এমন কেউ তাকে দাড়ি-টুপি বিরোধী বলে ধারণা করাটা এমনিও কঠিন।

১৩. "ডা. জাকির নায়েক হায়াতুন নাবী সা. অস্বীকার করেছেন।"

ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি অভিযোগ হচ্ছে তিনি নাকি 'হায়াতুন নাবী' সা. অস্বীকার করেছেন। কিন্তু দু:খজনক হলো, যারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন উপরের অভিযোগ গুলোর মতো তারা তাদের বইতে এর সূত্র হিসেবে ডা. জাকির নায়েকের কোন আলোচনা বা বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন নি, যে তিনি কোন আলোচনায় এটি বলেছেন। সমালোচকদের একজন এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভারতের খালিক সাজিদ সাহেবের 'হাকীকতে জাকির নায়েক' কিতাবের। কিন্তু উচিত ছিলো জাকির নায়েকের নির্দিষ্ট বক্তব্যের উদ্ধৃতি।

যাই হোক আমরা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে জাকির নায়েকের কোন আলোচনায় এটি পাই নি। তবে হায়াতুন নাবী সা. এর এই বিষয়টি ভারত-বাংলাদেশের আলেম সমাজে খুবই আলোচিত একটি বিষয়। ব্যাপারটি নিয়ে খানিকটা বিভ্রান্তিও আছে। এসম্পর্কে কয়েকজন মুহাক্কিক আলেমের সাথে আলোচনা করে অর্জিত ইলম ও কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আমাদের দেশে 'মৃত্যু' শব্দের সমার্থক আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষার কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যথা: (১) موت - মওত (মৃত্যু বা মরণ), (২) انتقال - ইন্তিকাল (স্থানান্তর), (৩) رحلت - রিহলাত (সফর), (৪) وفات - ওফাত (পূর্ণতা লাভ), (৫) وصال - বেছাল (মিলন), (৬) پرده - পর্দা (আড়াল) ইত্যাদি। 'মওত' শব্দটি সাধারণ, অন্যান্য শব্দগুলো প্রায় সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়।

এ শব্দগুলোর বাংলা প্রতি শব্দ হলোঃ (১) মৃত্যু, (২) মরণ, (৩) অক্কা পাওয়া, (৪) পটল তোলা, (৫) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, (৬) পরকালে পাড়ি দেয়া, (৭) ইহধাম ত্যাগ করা, (৮) পরলোকগমন (৯) ইহধাম ত্যাগ করা, (১০) পরলোকগমন, (১১) প্রাণপাখী উড়ে যাওয়া, (১২) প্রাণবায়ূ উবে যাওয়া, (১৩) প্রাণপ্রদীপ নিভে যাওয়া ইত্যাদি। মৃত্যু শব্দটি সাধারণ হলেও এর ক্রিয়ারূপভেদে সাধারণ ও সম্মান পার্থক্য করা যায়। যেমনঃ তার মৃত্যু হয়েছে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। মরণ, অক্কা পাওয়া ও পটল তোলা শব্দত্রয় সাধারণত তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, পরকালে পাড়ি দেয়া, সাধারণত সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও প্রাণপাখী উড়ে যাওয়া, প্রাণবায়ূ উবে যাওয়া, প্রাণপ্রদীপ নিভে যাওয়া ইত্যাদি সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয়।

শব্দ যাই বলিনা কেন বাস্তবে এসবের অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ শব্দ বিভিন্ন ব্যবহার দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তাদের মৃত্যু কম-বেশী বা হের-ফের হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّه مُلاَقِيكُمْ.

অর্থ: "যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছো, তা তোমাদের সাথে মিলিত হবেই।" (সূরা জুমুআ, আয়াত ৮) সুতরাং শব্দ যত চমৎকারই বলিনা কেন, মৃত্যু কিন্তু একই।

তবে হাদীসের মাঝে বলা হয়েছে যে, মহানবী সা. তার কবরে 'জীবিত।' এর দ্বারা বলা হয় যে, আমাদের নবীর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান হলো তিনি 'হায়াতুন নাবী' সা.। বা নিজ কবরে জীবিত। তবে দুনিয়ার জীবনের 'হায়াত' আর আখেরাতের জীবনের 'হায়াতে'র মাঝে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য নিয়েই ইখতেলাফ। কেননা, আরবীতে হায়াত এর বিপরীত শব্দ মওত। আরবী শব্দ 'হায়াত' বলতে আমরা বাংলায় 'জীবিত' বুঝে থাকি। একইভাবে আরবীতে ব্যবহৃত 'মওত' শব্দটির অর্থ আমরা বাংলায় 'মৃত' বলি। এখন আমাদের হায়াত এবং মওত শব্দের স্বাভাবিক অর্থ অনুযায়ী যদি আমরা 'হায়াতুন নাবী' সা. এর অর্থ 'জীবিত নবী' করা হয় তাহলে অবশ্যই এর বিপরীত শব্দ তথা 'মওতুন নাবী' বলাটা নিষিদ্ধ হতে হবে। কারণ দুটো পরস্পর বিরোধী শব্দ একই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। অথচ আমরা পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী সা. এর নামের সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মওত বা মৃত শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের বলা হয়েছে,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

অর্থ: "মুহাম্মাদ সা. তো একজন রাসূল। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পূর্বেকার ভ্রান্ত জীবনে ফিরে যাবে?" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪) অন্যত্র বলা হয়েছে,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.

অর্থ "নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মারা যাবে।" (সূরা জুমার : ৩০)

এখন মহানবী সা. কে যদি 'হায়াত' শব্দের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে জীবিত বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ 'দুনিয়াবী জীবন' সেই রকম জীবিত বলা হয়

তাহলে পবিত্র কুরআনের এই দু'টি আয়াতের উপর নি:সন্দেহে প্রশ্ন আসবে যে তাহলে সেখানে রাসূলের জন্য মওত বা মৃত শব্দটি ব্যবহার করা হলো কেন? আর যদি রাসূল 'দুনিয়াবী হায়াতে'র অধিকারীই হবেন তাহলে কবরে কেন?

এই সকল বিষয়ের সহজ সমাধান হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত 'হায়াত শব্দের' অর্থটিকে 'শান' বা বিশেষ মর্যাদা বলে ধরে নেয়া। অর্থাৎ মহানবী সা. তার কবরে বিশেষ মর্যাদা বা শান হলো তিনি সেখানে জীবিত। এটা হলো তার পরকালীন হায়াত বা জীবন। দুনিয়াবী জীবন নয়। 'হায়াত' শব্দের দ্বারা যে, শান বা বিশেষ মর্যাদা বোঝানো হয় তার প্রমাণ আমরা পেতে পারি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হতে। শহীদদের জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরায় বাকারায় ইরশাদ করেছেন,

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ.

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না।" (সূরা বাকারা : ১৫৪)

এই আয়াতে এবং একইভাবে সূরায়ে আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াতে শহীদদেরকে মৃত বলে ধারণা করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে কুরআনের কোথাও এমনটি বলা হয় নি যে, তাদেরকে মৃত বলা যাবে না, যা শহীদদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমরা কেউই কিন্তু শহীদদের ক্ষেত্রে 'হায়াতুশ শুহাদা' বলি না। এটা এজন্য যে, শহীদদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'হায়াত' বা জীবিত শব্দের অর্থ যে, 'শান' বা বিশেষ মর্যাদা সে ব্যাপারে সকলেই একমত। একইভাবে প্রিয়নবী সা.ও ইন্তিকালের পর সকল মানুষের চেয়ে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার স্তরে আছেন। একথাই বিভিন্ন হাদীসে 'হায়াত' শব্দ বলে বোঝানো হয়েছে।

এটি বোঝার সহজের জন্য আমরা মানুষ ও তার রূহের অবস্থা সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি। মানুষ প্রথমে আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগতে ছিলো। এই রূহের জগতে সকলে জীবিত ছিলো। এরপর দুনিয়ার জীবন। এই জীবনেও সকল মানুষ জীবিত। এরপর আসে মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আলমে বারযাখ এ স্থানান্তরিত হয়। এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সকলকে স্বাভাবিকভাবে মৃত বলা হয়। কেউই মৃত্যুর ধাপ পার না হয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া বা আলমে বারযাখ এ যেতে

পারেন না। তবে আলমে বারযাখ এ মানুষের প্রকারভেদ অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে একেকজনের মর্যাদা ও শান কম বেশি হয়। এরপর আখেরাতের জীবনে আবার সকলেই জীবিত হবে। নিম্নের সারণী থেকে আশাকরি বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে হবেঃ

ক্রম	ব্যক্তি ও শ্রেণী	عالم ارواح রূহের জগত	عالم دنيا দুনিয়ার জগত
	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	জীবিত	জীবিত
	অন্যান্য নবীগণ (আঃ)	জীবিত	জীবিত
	শহীদান	জীবিত	জীবিত
	আউলিয়ায়ে কিরাম	জীবিত	জীবিত
	মুমিনগণ	জীবিত	জীবিত
	ফাসিক	জীবিত	জীবিত
	মুনাফিক	জীবিত	জীবিত
	কাফির	জীবিত	জীবিত
	মুশরিক	জীবিত	জীবিত

موت মৃত্যু	عالم برزخ বারযাখ জগত	شان برزخ শানে বারযাখ	عالم اخرت আখেরাত
	জীবিত	+ + + + +	জীবিত
	জীবিত	+ + + +	জীবিত
	জীবিত	+ + +	জীবিত
	জীবিত	+ +	জীবিত
	জীবিত	+	জীবিত
	জীবিত	০	জীবিত
	জীবিত	- - - - -	জীবিত
	জীবিত	- - - -	জীবিত
	জীবিত	- - -	জীবিত

উপরের সারণী থেকে বুঝা গেল যে, রূহের জগতে, দুনিয়ার জগতে, বারযাখ জগতে ও আখেরাতের জগতে সকল মানুষই জীবিত। সুতরাং

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে জীবিত নবী বা হায়াতুন নবী বলার মধ্যে কোন তাৎপর্য থাকে না। পক্ষান্তরে এতে অন্য সকলের হয়াত বা জীবনকে অস্বীকার করা হয়; যা আদৌ সমীচিন নয়। মূলত: বলা উচিৎ 'শানে নবী', যা বারযাখ জীবনে তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

প্রিয়নবী সা. সম্পর্কে হাদীসে যেই 'হায়াতুন নাবী' কথাটি বলা হয়েছে সেখানে ব্যবহৃত 'হায়াত' শব্দ দ্বারা আসলে 'শান' ই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হায়াতুন নাবী সা. এর পরিবর্তে 'শানুন নাবী সা.' শব্দটি অধিক উপযুক্ত। হায়াতুন নাবী সা. বলা হলেও আসলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে 'শানুন নাবী' সা. যা আমরা উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছি।

ডা. জাকির নায়েক রাসূলের আলমে বারযাখ অবস্থার বিশেষ মর্যাদাকে অস্বীকার করেন নি কখনো। যা তার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছি। সুতুরাং এখন ডা. জাকির নায়েক যদি হায়াত শব্দের আমাদের বোধগম্য শাব্দিক অর্থের সাথে দ্বিমত করে থাকেন তাহলে এজন্য তাকে পথভ্রষ্ঠ বা গোমরাহ বলাটা ঠিক হবে না।

বিস্তারিত জানতে এই লেকচারটি শুনতে পারেনঃ হায়াতুন্নবী না ওয়াফাত?
লেকচারটি শুনতে এই লিংকে ভিজিট করুন - **http://youtu.be/i4Mhf0CQ3VE**

এছাড়াও ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে তারাবীর নামাজ ৮ রাকাত হবে না বিশ রাকাত, জুমার খুতবা আরবীতে হওয়া জরুরী কি না, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মাসআলা ও মাযহাবগত ভিন্নমতের কারণে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অথচ এ সকল ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে উভয়েরই দলীল ও প্রমাণ রয়েছে। তাই এ সকল মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সূত্র ধরে একজনকে 'ভ্রান্ত মতবাদী' বলাটা কোন মতেই উচিত নয়। কারণ এখন যারা ডা. জাকির নায়েকের বিপক্ষে একটি ভিন্ন মতের কারণে কঠিন থেকে কঠিন অভিযোগ আনছেন, তাদের বিপক্ষে এখন জাকির নায়েক যদি পাল্টা আক্রমণ ও অভিযোগ আনা শুরু করেন এবং তার মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য দেন তাহলে তখন মুসলিমদের আভ্যন্তরীন বিভেদ আর মতপার্থক্য আরো বাড়বে এবং এটা উম্মাহ্‌র বৃহত্তর ঐক্যে বিরাট ফাটল ধরানো ছাড়া কোন উপকারেই আসবে না। ইখতেলাফপূর্ণ মাসআলার কারণে যদি একজন আরেকজনকে বাতিল ও গোমরাহ বলে মন্তব্য করা শুরু করেন তাহলে আরব আজমের শীর্ষ সব আলেম এমনকি চার মাযহাবের ইমামসহ সকল উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধেই গোমরাহ আর বাতিলের ফতোয়া দিতে হবে।

কারণ আমরা যারা ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মাযহাব হিসেবে প্রসিদ্ধ হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তারা নিজেরাও সকল মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত অনুযায়ী চলি না। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতের বিপরীত মতকে আমরা গ্রহণ করেছি।
যেমনঃ চাঁদ দেখা ও রোযা-ঈদের মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, পৃথিবীর এক প্রান্তে যদি রমজান কিংবা ঈদের চাঁদ দেখা যায় তাহলে এর দ্বারা পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর এক সাথে রোজা ফরজ হয় এবং একই দিনে ঈদ করা আবশ্যক। কিন্তু উলামায়ে আহনাফ এটা অনুসরণ করেন না। (দ্রষ্টব্যঃ দুররে মুখতার, আজহারুর রেওয়াতে, ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ফাতহুল মুলহিম, রোযা এবং ঈদ অধ্যায়)
বর্গা চাষের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রা. এর মত হলো কাউকে বর্গা চাষ দেয়া জায়েজ নেই। এটা হারাম। যার জমি আছে সে সম্ভব হলে নিজে তাতে চাষ করবে, না হলে অন্য যে চাষ করতে পারে তাকে এমনিই দিয়ে দিবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসূফ রহ. সময়ের প্রেক্ষিতে বর্গাচাষকে বৈধ বলেছেন। আমরা হানাফীরা সারা দেশে বর্গাচাষ বৈধ হিসেবেই আমল করে যাচ্ছি। (দ্রষ্টব্য হেদায়া, কিতাব)
তবে উপরোক্ত উভয় মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতটিই আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোত্তম মনে হয়েছে এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে মুসলিম খলীফাও ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতের উপরই সিদ্ধান্ত দিবেন। **কারণ একই দিনে ঈদ এবং এক সাথে পুরো মুসলিম উম্মাহর রোযা শুরু করণের দ্বারা মুসলিমদের একতা ও ঐক্য আরো সুসংহত হবে। অনাবাদী জমিন চাষ না করলে তা ইসলামিক রাষ্ট্র মালিক থেকে নিয়ে গরীব চাষীর মাঝে বন্টনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি জমি বর্গাচাষ অবৈধ হলে একদিকে প্রান্তিক কৃষক যেমন লাভবান হবে অপরদিকে তেমনি মুসলিম ভূখন্ডের খাদ্য নিরাপত্তাও আরো সুসংহত হবে।**
নামাজে সূরায়ে ফাতেহা আরবী ভাষার পরিবর্তে ফারসীতে পড়া জায়েজ আছে বলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে। কিন্তু আমরা হানাফীরা কেউই এটাকে সমর্থন করি না। (দ্রষ্টব্য নূরুল আনওয়ার)
কুরআন পড়িয়ে, ইমামতি করে, কিংবা মাদ্রাসায় দীন শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ ও বিনিময় গ্রহণ কোন মতেই জায়েজ নেই ইমাম আবূ হানীফা রহ.

এর মতে। সূরা বাকারার ৪১ নং আয়াত অনুসারে তিনি এটাকে পুরো হারাম বলে মত দিয়েছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তবে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ রহ. সহ জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হচ্ছে, "যদি বায়তুল মালের পক্ষ থেকে দীনের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করা না যায় এবং সেই সকল ব্যক্তিগণ দীনের কাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণে অন্য কোন কাজ করতেও অপারগ হন, তাহলে তাদের জন্য বেতন নির্ধারণ করা বৈধ।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২৪৫ পৃষ্ঠা) বর্তমানে আমরা এই শেষোক্ত মতের উপরই আমল করে থাকি।

আজকে আমরা সকলেই ইমাম বুখারী রহ. অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। তার লিখিত বোখারী শরীফকে সহীহ বলে মত পোষণ করি। কিন্তু এই ইমাম বুখারী রহ. এরও নিজস্ব একটি মাযহাব বা মত ছিলো। তার মতে মাতৃদুগ্ধ পানের মতো ছাগলের দুধ পান করার দ্বারাও 'হুরমতে রিযাআত' বা 'দুধ সম্পর্ক' সাবেত হবে এবং একই ছাগলের দুধ পানকারী নারী-পুরুষের মধ্যে আপন ভাই-বোনের মতো সম্পর্ক বিধায় তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু আমরা এটি অনুসরণ করি না।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর একটি ঐতিহাসিক মত ছিলো, গরম কিছু স্পর্শ করলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। এমনকি যদি কেউ গরম পানি স্পর্শ করে তাহলেও তার উযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমরা বর্তমানে কেউই হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর এই মত অনুযায়ী আমল করি না।

উপরে উদ্ধৃত উদাহরণের মতো আরো শত-সহস্র বাস্তবতা পাওয়া যাবে যাবে বিভিন্ন ইখতেলাফী মাসআলায় মাযহাবের ইমাম ও উলামায়ে কিরামের আভ্যন্তরীন মতপার্থক্যের। কিন্তু এর কারণে কখনই আমরা একে অপরকে বাতিল ও গোমরাহ বলতে পারি না, বলি না। বরং যদি কেউ ইখতিলাফী মাসআলার কারণে কাউকে বাতিল বলে; তাহলে তাকেই মুর্খ ও অবুঝ বলি। তাহলে কেন আমরা একই কারণে ডা. জাকির নায়েকের মতো এমন নিবেদিত প্রাণ দায়ীকে বাতিল ও গোমরাহ বলবো?

তাই এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার আগে আমাদের সকলের উচিত ভালোভাবে যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণ করে কুরআন-সুন্নাহ সম্মত মন্তব্য করা।

ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

(এখানে ঐতিহাসিক জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মুহাম্মাদপুর মাদ্রাসা ঢাকা, মারকাযুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা ঢাকা, শাইখুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী এবং মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী প্রমূখ হতে প্রাপ্ত ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে পাঠকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হওয়ায় সংযুক্ত করে দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে প্রথম দুটি উত্তর ব্যতীত পরবর্তী উত্তর গুলো প্রিয় দীনী ভাই মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী কষ্ট করে লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, আমীন -লেখক)

প্রশ্ন- ১ ঃ 'ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনা যাবে কিনা?'

উত্তরঃ "ডা. জাকির নায়েক একজন সাধারণ গবেষক ও ইসলাম প্রচারক। তিনি নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেম নন। বিধর্মীদের মাঝে তার বক্তব্য অত্যন্ত কার্যকরী দেখা গিয়েছে। তবে মাসাআলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের মত ও পথ থেকে কিছুটা ভিন্নতা তার মধ্যে পাওয়া যায়। তাই তার বক্তব্য শুনতে কোন সমস্যা নেই, তবে তার থেকে মাসআলা মাসায়েল জানতে চাওয়া ও তার দেওয়া মাসআলার উপর কোন হক্কানী আলেমের সমর্থন ছাড়া আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।" (-**উত্তর প্রদানঃ রহমানিয়া ফতোয়া বিভাগ।**)

প্রশ্নঃ- ২ ঃ 'ডা. জাকির নায়েক থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো বক্তব্য পাওয়া গেছে কি?

উত্তরঃ ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য যতটুকু শুনেছি তাতে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এমন কোনো বক্তব্য পাইনি যাতে করে তাকে গোমরাহ, বাতিল, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী, ফিতনাবাজ অথবা অমুসলিমদের দালাল ইত্যাদি বলা যায়। বরং এগুলো বর্জন করে আজ আমাদেরকে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত ঘোষণার উপর আমল করা উচিত।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

অর্থ: "আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরে একে অপরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো

না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ০২) **(-উত্তর প্রদানঃ মারকাযুল উলূম আল ইসলামিয়া, ফতোয়া বিভাগ।)**

প্রশ্ন- ৩ ঃ 'ডা. জাকির নায়েক বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ দিয়ে ইসলাম সত্য প্রমাণ করেন' নবীজি ও সাহাবাগণ কি তা করেছেন?"

উত্তরঃ হ্যাঁ, কুরআন ও সুন্নাহ তথা নবীজি (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা তা প্রমাণীত আছে। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা....)

প্রশ্ন- ৪ ঃ "ডা. জাকির নায়েক বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ইসলাম ও ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে সত্য ও সঠিক বলে প্রমাণ করেন' নবীজি ও সাহাবাগণ কি তা করেছেন?"

উত্তরঃ যুক্তি দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা কুরআন এবং সুন্নাহ তথা নবীজি (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত আছে। (মাক্কী সূরা সমূহ দ্রষ্টব্য)

একইভাবে যুক্তি দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলীকেও সঠিক প্রমাণ করা কুরআন ও সুন্নাহ তথা নবীজি (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা তা প্রমাণীত আছে। এমনকি অনেক শীর্ষ আলেমও এটি করেছেন। উদাহরণঃ (১) হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) লিখিত কিতাব আশরাফুল জাওয়াব ও (২) সুন্নাত ও বিজ্ঞান।

প্রশ্ন- ৫ ঃ 'ডা. জাকির নায়েক টেলিভিশন দেখা জায়েজ বলেছেন' এটা কি সঠিক?

উত্তরঃ যে সকল দৃশ্য বাস্তবে দেখা জায়েজ, সে সকল দৃশ্য টেলিভিশনে দেখাও জায়েজ। অর্থাৎ কোন দৃশ্যের সরাসরি দেখার হুকুম যা, সে দৃশ্য টেলিভিশনে দেখার হুকুমও তাই। (এ প্রসঙ্গে সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতী বিন বায (রহঃ) এর ফাতওয়া দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন- ৬ ঃ রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত নির্দোষ অনুষ্ঠানমালা শোনা ও দেখা জায়েয কি না?

উত্তরঃ রেডিও বা টেলিভিশনে কুরআন হাদীস থেকে যা কিছু শোনানো হয় সেসব শোনা, কল্যাণকর কথা শোনা, গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনা দোষণীয়

নয়। কুরআন হিফয সম্পর্কিত অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা শোনাও জায়েয। নিয়মিত এ ধরণের অনুষ্ঠান শোনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। (আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব, শাঈখ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বা'য (রহঃ), পৃষ্ঠাঃ ১৬৯)।

প্রশ্ন- ৭ ঃ 'ডা. জাকির নায়েক এর অনুষ্ঠানে মহিলাগণ বেপর্দা (মুখ খোলা) অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন' এর হুকুম কি?

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়াহ মতে পর্দা (ছতর ও হিজাব) পালন করা ফরয; কিন্তু ফিকহের মাসআলাহ্ হিসেবে চেহারা ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি না? এ নিয়ে ফকীহ ও মুফাসসিরীনগণের বিভিন্ন মত রয়েছে; কারণ এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামেরও দ্বিমত আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবও দেখা যেতে পারে। সুতরাং অনুরূপ ক্ষেত্রে পারিপার্শিক অবস্থা ও ফলাফলের উপর মাসআলাহ্ নির্ভর করবে।

প্রশ্ন- ৮ ঃ 'ডা. জাকির নায়েক ও তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই.আর.এফ.) কে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা নাকি অর্থায়ন করে' এটা কতটুকু সত্য?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা ঠিক হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অর্থ: "হে ঈমানদ্বার গণ! তোমরা কেবলমাত্র ধারণাপ্রসূত ও অনুমান নির্ভর বিষয় হতে বেঁচে থাকো। কেননা, অধিকাংশ ধারণা ও অনুমানই পরিশেষে গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ০৬)

তবে যতদূর জানা যায়, মুম্বাই ভিত্তিক একটি ইসলামী (আহলে হাদীস) সংগঠন এর অর্থায়ন করে। এছাড়াও সউদী আরবের বিখ্যাত সব আলেম এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সাথে ডা. জাকির নায়েকের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি আমাদের দেশের অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও ডা. জাকির নায়েকের ভক্ত।

আর কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির কোন কথা নিজের মতের সাথে পুরোপুরি না মিললে তাকে ঢালাওভাবে 'ভ্রান্ত ও ইহুদী-খৃষ্টানদের সহযোগী' বলাটা অনেকের কাছে একটি প্রথা ও কালচারে পরিণত হয়েছে। এই মানসকিতা পরিহার করা আবশ্যক।

প্রশ্ন- ৯ ঃ ডা. জাকির নায়েক কে কেউ কেউ বলেন- গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত ও জাহেল ইত্যাদি; এসব বলা কি ঠিক?

উত্তরঃ সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারোপ করা বা উক্তরূপ অভিধায় অভিহিত করা ঠিক নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

অথ "আর তোমরা কাউকে মন্দ অভিধায় অভিহিত করো না, ঈমান আনার পর এটি খুবই ঘৃণিত অপরাধ। (সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ১১)

প্রশ্ন- ১০ ঃ ডা. জাকির নায়েক নাকি নাসিরুদ্দীন আলবানীর মুকাল্লিদ, এতে কোন ক্ষতি আছে কি না?

উত্তরঃ যারা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম তাদের বলা হয় মুজতাহিদ; আর যারা এতে সক্ষম নয় তারা এদের কারো অনুসরণ করতে হয় এদের বলা হয় মুকাল্লিদ। নাসিরুদ্দীন আলবানী একজন বড় আলেম সুতরাং কেউ যদি তার মুকাল্লিদ (অনুসারী) হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

আর আসলে নাসিরুদ্দীন আলবানী যেহেতু হাদীস শাস্ত্রের উপর অনেক কিতাব লিখেছেন, সহীহ-যয়ীফ হাদীস বিষয়ে বিশাল গবেষণা করেছেন তাই তার এই গবেষণাকে অনেকে কাজে লাগান। তার সংকলিত ও লেখা কিতাব থেকে হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। জাকির নায়েকও তার অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে নাসিরুদ্দীন আলবানীর কিতাবের উদ্ধৃতি দেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক। এজন্য তাকে মন্দ বলার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন- ১১ ঃ ডা. জাকিন নায়েক নাকি 'লা মাযহাবী'-'আহলে হাদীস', এটা নাকি 'ভ্রান্ত মতবাদ' আর তিনি নাকি তা প্রচার করেন; আসলে কি তাই?

উত্তরঃ 'লা মাযহাবী' অর্থ যিনি প্রসিদ্ধ চার মাযহাব এর কোনটি অনুসরণ করেন না; 'আহলে হাদীস' অর্থ যিনি হাদীস অনুসরণ করেন; তাই 'লা মাযহাবী' ও 'আহলে হাদীস' প্রায় সমার্থক; এদের 'সালাফী'ও বলা হয়। এ অর্থে ডা. জাকির নায়েক 'লা মাযহাবী' ও 'আহলে হাদীস'; আর এটি 'আহলুছ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতেরই একটি অংশ। সুতরাং এটাকে ভ্রান্ত মতবাদ বলা ঠিক হবে না; যেহেতু এটি ভ্রান্ত মতবাদ নয় তাই এর প্রচার করাও দোষনীয় নয়।

প্রশ্ন- ১২ ঃ ডা. জাকির নায়েক 'আহলে হাদীস হলে' কোনো কোনো আহলে হাদীসও বিরোধীতা করেন কেন?

উত্তরঃ আহলে হাদীস এর মধ্যেও ফিকাহ এবং ইজতিহাদ (গবেষণা) নিয়ে বিভিন্ন উপদল রয়েছে; তাই কোন উপদল অন্য উপদলের বিরুদ্ধে বলা বিচিত্র নয়। (এর বহু নজীর রয়েছে)।

প্রশ্ন- ১৩ ঃ ডা. জাকির নায়েক নাকি বলেন- (১) এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়, (২) তারাবীহ নামায আট রাকাআত, (৩) তারাবীহ নামায আর তাহাজ্জুদ নামায একই, (৪) মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নাই, (৫) নামাযে পুরুষেরা মেয়েদের মত বুকের উপর হাত বাঁধবে। (৬) নামাযে সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' জোরে বলতে হয়, (৭) নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় 'রফে ইয়াদাঈন' (উভয় হাত উত্তোলন) করতে হয়, (৮) জুমু'আর খুৎবাহ সহ সকল খুৎবাহ স্থানীয় ভাষায় দিতে হয়, (৯) কারো উছিলা দিয়ে দুআ করা যায় না, (১০) ইকামাতে বাক্যগুলো একবার করে বলতে হয়, (১১) টুপী ছাড়া নামায পড়া যায়, (১২) বিত্র নামায এক রাকআত, (১৩) শবে বরাত নেই, আছে শবে কদর, (১৪) ঈদের নামায বার তাকবীর, (১৫) সাগরের (পানির) সকল প্রাণী হালাল, (১৬) অজু ছাড়া কুরআন শরীফ ধরা যায়, (১৭) মুনাজাত নামাযের অংশ নয়, (১৮) তিনি মাযহাবের সমালোচনা করেন; (১৯) তার মতামত জমহুরের খেলাফ।

প্রশ্ন হলোঃ তার এসব কথা কি সঠিক?

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়গুলো মাযহাবী (ফিকহী) ইখতিলাফ (মতভেদ) এর বিষয়; আহলে হাদীস মতানুসারে এসব তিনি বলেন; আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে এগুলোর সাথে আমরা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এর দলীলের ভিত্তিতে ভিন্ন মত পোষণ করি।

প্রশ্ন- ১৪ ঃ ডা. জাকির নায়েক আসলে কি সঠিক নাকি বেঠিক?

উত্তরঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিষয় থাকে যা নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারো কাজের ব্যাখ্যা ভালো বা মন্দ করা যায়। (এর বহু দৃষ্টান্ত আছে)।

প্রশ্ন- ১৫ ঃ কোন কোন আলেম ডা, জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছেন; তা কি সঠিক?

ফাতওয়া অর্থ মতামত, যিনি যে ফাতওয়া বা মতামত দেন তা তার নিজের জন্য অবশ্যই সঠিক; কিন্তু সে বিষয়ে অন্যদের ভিন্ন ফাতওয়া বা ভিন্ন মত থাকতে পারে এবং তাও তাদের জন্য সঠিক।

(বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত তথা উপমহাদেশে এর নমুনা অনেক)।

প্রশ্ন- ১৬ ঃ ডা. জাকির নায়েক কি দাওয়াত ও তাবলীগ (আহ্বান ও প্রচার) এর কাজ করতে পারেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন; কারণ একাজ সকল মুসলমানের ফরয দায়িত্ব। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন:

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَ لَوْ اٰيَةً.

অর্থ: "তোমরা আমার একটি কথা হলেও পৌছে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সুতরাং বুঝা গেল দাওয়াত ও তাবলীগ করার জন্য আলেম-উলামা বা শিক্ষিত-জ্ঞানী হওয়া শর্ত নয়; বরং যিনি যতটুকু জানেন তিনি ততটুকু তার সামর্থ অনুযায়ী প্রচার করবেন। এটাই তার কর্তব্য।

প্রশ্ন- ১৭ ঃ ডা. জাকির নায়েক যে পোষাক পরেন (কোর্ট-প্যান্ট-টাই) এটা জায়েজ কি না? সুন্নাতের খেলাফ কি না?

উত্তরঃ পোষাক সম্পর্কে প্রথমে ১০টি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে, তারপর পোষাকের সুন্নাত কি তা বুঝতে হবে।

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি নবুওয়াত প্রকাশের পর স্বীয় পোষাক পরিবর্তন করেছিলেন?

২. সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কি ইসলাম গ্রহণের পর পোষাক পরিবর্তন করেছিলেন?

৩. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আজীবন একই ডিজাইনের পোষাক পরেছেন?

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আজীবন একই রঙের পোষাক পরেছেন?

৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও আবু জাহালের পোষাকে কি পার্থক্য ছিল?

৬. সকল সাহাবীগণ কি একই ডিজাইনের পোষাক পরেছেন?

৭. সকল সাহাবীগণ কি একই রঙের পোষাক পরেছেন?

৮. কোন একজন সাহাবী কি আজীবন একই ডিজাইনের পোষাক পরেছেন?

৯. কোন একজন সাহাবী কি আজীবন একই রঙের পোষাক পরেছেন?
১০. বর্তমানে প্রচলিত ডিজাইনগুলো (বর্তমান ডিজাইনের পোষাকগুলো) কি সাহাবায়ে কিরামের সময় ছিল?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক আরব মুহাক্কিকীন পোষাকের সুন্নাত কবুল করেন নি; তারা এটাকে 'লেবাসে ইসলাম' নয় বরং 'লেবাসে আরব' (আরবদের পোষাক) বলেন।

লেবাসের সুন্নাত নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। (১) কেউ বলেনঃ জামা গোল হতে হবে, লম্বায় কমপক্ষে নিছফ ছাক (হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি) হতে হবে। তাদের দলীল হলো- নবীজি (সা.) কখনো একমাত্র জামা গায়ে নামায আদায় করেছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, তা কমপক্ষে নিছফে ছাক পরিমাণ লম্বা ছিল এবং গোল ছিল। তাই এটাই সুন্নাত।

(২) কেউ বলেনঃ জামা অবশ্যই নিছফ চাক (হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি) হতে হবে; তবে ফাঁড়া হলেও চলবে। তাদের দলীল হলো- নবীজি (সা.) কখনো জামা গায়ে ঘোড়ার পিঠে চড়লে, দেখা গেছে জামার কোনা বাতাসে উড়ছে; এতে বুঝা গেল তা ফাঁড়া ছিল। তাই এতেও সুন্নাত আদায় হবে। (৩) কেউ কেউ আবার উভয় মতের সমন্বয়ের জন্য হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সেলাই করা ও নিচে সামান্য ফাড়া রাখেন। (৪) কেউ বলেনঃ জামায় ১টি মাত্র বুতাম হবে এবং কলার হবে না। (৫) কেউ বলেনঃ একাধিক বুতামও দেয়া যাবে এবং কলার থাকলেও ক্ষতি নেই। (৬) কেউ বলেনঃ যে এলাকায় যেটাকে মানুষ ইসলামী পোষাক মনে করে তাতেই হবে। **মূল কথা হলো-** পোষাক সম্বন্ধে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

অর্থ: "হে আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পোষাক দান করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারো এবং শোভা হিসেবেও; আর তাকওয়ার পোষাক- সে-ই তো উত্তম। এ হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে, আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ২৬)।

যা বিধর্মীদের (ধর্মীয়) পোষাক নয়, তা পরিধান করা জায়েজ; আর যে পোষাক পরিধান করলে ইসলামিক বা ধার্মিক মনে হয় সে পোষাক

পরিধান করা উত্তম। এখানে প্রশ্ন হলোঃ কোর্ট, প্যান্ট ও টাই বিধর্মীদের (ধর্মীয়) পোষাক কি না?

কেউ কেউ মনে করেন এসব বিধর্মীদের (ধর্মীয়) পোষাক, বিশেষত: টাই ক্রুশের চিহ্ন। তবে কোর্ট, প্যান্ট ও টাই বিধর্মীদের (ধর্মীয়) পোষাক বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ কোন ইয়াহুদী ধর্মযাজক (রাহেব ও রাব্বী) কখনো এ পোষাক পরেন না; অনুরূপ কোন খৃষ্টান ধর্মযাজক (পাদ্রী ও পোপ) কখনো এ পোষাক পরেন না; এমনকি হিন্দু ধর্মযাজক (ঠাকুর ও ব্রাক্ষ্মন) এবং বৌদ্ধ ধর্মযাজক (ভিক্ষু ও পুরোহিত) তারাও এ পোষাক পরেন না। এতে বুঝা গেল এসব তাদের কারোই ধর্মীয় পোষাক নয়; বরং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় পোষাক মুসলিম আলেম-ইমামদের পোষাকেরই মতো (আলখেল্লা ও টুপী) এবং হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় পোষাক মুসলিম হাজীদের ইহরামের পোষাকের মতো (ধূতী ও ছাদর)।

শেষ কথা হলো যদি কেউ কোন পোষাককে সুন্নাত মনে করেন; কিন্তু অনিহা বসত তা আমল না করেন বা কোন পোষাককে সুন্নাতের খেলাফ মনে করেন তথাপি বিলাসিতা ও সৌখিনতা বসত তা পরিধান করেন; তাহলে তিনি সুন্নাত তরককারী হিসেবে গণ্য হবেন; অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন- ১৮ ঃ যারা ডা. জাকির নায়েকের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন তাদের বিষয়ে কি বলা যাবে?

উত্তরঃ কেউ যদি ইখলাস এর সাথে কারো সমালোচনা করেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠিন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। যেমনঃ গ্রামের এক মসজিদের সামনে এক ব্যক্তি একটি খুঁটি মাটিতে প্রথিত করলেন এই চিন্তা থেকে যে, কেউ গরু-ছাগল নিয়ে আসলে এর সাথে বেঁধে রেখে নামায আদায় করতে পারবেন। অন্য এক ব্যক্তি এসে মসজিদের সামনে এমন খুঁটি দেখে তা তুলে ফেললেন এই জন্য যে, অন্ধকারে কেউ এলে এর সাথে হোঁচট খেতে পারেন। সুতরাং এই উভয় ব্যক্তিই নিজ নিজ নিয়াত অনুযায়ী বিনিময় প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু তাদের কারো জন্যই একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা বৈধ হবে না।

একইভাবে ডা. জাকির নায়েকের আলোচনা-সমালোচনার এই ইস্যুকে নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবহার করাও কারো জন্য বৈধ নয় বরং সম্পূর্ণ হারাম। যা নতুন আরেক ভাতৃঘাতি সজ্ঞাত সৃষ্টি ছাড়া ভালো কিছুই দিতে পারবে না।

(= ৩-১৮ পর্যন্ত উত্তর প্রদানঃ মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী।)

শেষ কথা

ডা. জাকির নায়েক এর আলোচনা-সমালোচনা শীর্ষক এই বিষয়ের মতো অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারেও আমাদের সকলের উচিত উদার ও নিরপেক্ষভাবে মন্তব্য করা। অবশ্য ডা. জাকির নায়েক যেহেতু 'তুলনামূলক ধমতত্ত্ব পর্যালোচনার' উপর বেশি অভিজ্ঞ, তাই একদিকে ডা. জাকির নায়েকেরও যেমন উচিত মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় নিজেকে না জড়িয়ে 'তুলনামূলক ধমতত্ত্ব পর্যালোচনা'র ও নাস্তিক-বিধর্মীদের আক্রমণের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব প্রদানের মূল কাজে নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখা। অপরদিকে উলামায়ে কিরামদের জন্যও আবশ্যক যে, ইখতেলাফপূর্ণ মাসআলায় কারো ব্যাপারে মন্তব্য করতে যাচাই-বাছাই করা উচিত। বিশেষত: নিজ নিজ পরামর্শক ও ভক্ত-মুরীদদের অতি উৎসাহ ও বক্তব্যে প্রভাবিত না হয়ে বাস্তবিক সত্য অনুসন্ধান করা উচিত। না হলে এই উম্মাহ্ আবারও সেই জঙ্গে জামাল আর জঙ্গে সিফফীনের ভ্রাতৃঘাতি সঙ্ঘাতের কবলে পড়বে।

তাই জাতির কর্ণধার, মহানবী সা. এর উত্তরসূরী উলামায়ে কিরামকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে এসকল বিষয় আজ গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র আর্তনাদ, অসহায় মানবতার হাহাকার আর অজুত প্রাণের আত্মত্যাগের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ দীন, নিছক কোন ধর্ম নয়, তাই ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া একজন মুসলিম একদিকে যেমন আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করতে পারে না, তেমনি পারে না প্রত্যাহিক জীবন-যাপনে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ার অনুসরণ করতে। বরং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা, মদ, জুয়া, সূদ, পতিতাবৃত্তির মতো কুরআন ও সুন্নাহর সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হারাম বিষয়কে হালালভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যার বাস্তব উদাহরণ আমাদের আজকের রাষ্ট্র ও সমাজ।

বর্তমানে জাকির নায়েক কোন সমস্যা নয়। যারা সমস্যা মনে করছেন তাদের কাছে এরকম আরো শত-সহস্র সমস্যা আছে, শত চেষ্টা করেও তারা যার একটিরও সমাধান করতে পারেন নি, সম্ভবও না। অথচ মুসলিমদের একজন আমীর বা খলীফা থাকলে তিনি উম্মাহ্‌র নেতৃস্থানীয়দের সাথে মশওয়ারার ভিত্তিতেই এধরণের শত সমস্যার সমাধান এক নিমিষেই করে দিতেন।

তাই আজ উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ একটি প্লাটফর্মে এনে আবারও পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবন ব্যবস্থা কায়েম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য একমাত্র বৈধ শাসন ব্যবস্থা খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নেতৃত্বের জন্য আজ আলেমদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আর মূল এই সমস্যার সমাধান হলে, ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সকল ইখতেলাফ আর মতপার্থক্যেরও বাস্তবিক সমাধান হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দিন, দীন কায়েমের জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য স্তম্ভ খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার তাওফীক দিন, আমীন।